রাঁচি, রবিবার

27:08:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>311 >>09 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩১১ >> << ০৯ই, ভাদ্র ১৪৩০>>

২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ুসহনশীলতা অর্জন করতে চায় বাংলাদেশ

ঢাকা : বাংলাদেশ সরকার ২৩০০০ কোটি ডলারের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (এনএপি) গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে, ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ুসহনশীলতা অর্জন করতে চায় এবং কার্যকর অভিযোজন কৌশলগুলো অবলম্বন করে একটি জলবায়ুসহনশীল জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখে বাংলাদেশ। এই পরিকল্পনা, একটি শক্তিশালী সমাজ ও বাস্তুতন্ত্রকে উৎসাহিত করে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেরণা দেয়। সরকারের একটি নথি থেকে জানা যায়, এই পরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে আটটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে রয়েছে জলসম্পদ, বিপর্যয়, সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, কৃষি, মৎস্য, জলজ উদ্ভিদ ও পশুসম্পদ, শহুরে এলাকা, বাস্তুতন্ত্র ও জলাভূমি এবং জীববৈচিত্র্য, নীতি ও প্রতিষ্ঠান, সক্ষমতা উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবন। এনএপি বাস্তবায়নের জন্য মোট ২৩০০০ কোটি ডলার অর্থায়নের প্রয়োজন। এর ৭২ দশমিক ৫ শতাংশ ২০৪০ সালের মধ্যে গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নথি অনুসারে, এনএপি বাস্তবায়নের জন্য ২৩ টি বিস্তৃত কৌশল এবং ২৮টি ফলাফলের মাধ্যমে ছয়টি লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, জলবায়ুজনিত বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সুরক্ষার বিভিন্ন দিক। এই পরিকল্পনা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বাস্তুতন্ত্র ভিত্তিক অভিযোজন, উন্নত শাসন ব্যবস্থা, উন্নত জলবায়ু অর্থায়ন ও রূপান্তরমূলক ক্ষমতানির্মাণ এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে জলবায়ুসহনশীল কৃষি, অবকাঠামো এবং অন্যান্য আর্থসামাজিক খাতগুলোর বিকাশ করবে।

বাজার দর

SENSEX : 64886.51 -365.83
NIFTY : 19265.80 -120.90

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	23.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .11 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .28 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

রোহিঙ্গা গণহত্যা মামলা : গাম্বিয়ার সঙ্গে তথ্য বিনিময় করেছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) : রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতার অভিযোগে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) জেনোসাইড কনভেনশনের অধীনে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যে মামলা করা হয়েছে সে বিষয়ে গাম্বিয়াকে তথ্য দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক ইউএস আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া এ কথা জানান। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া বলেন, আমরা নৃশংসতার দীর্ঘ ইতিহাস মোকাবেলার জন্য একটি সামগ্রিক অন্তর্বর্তীকালীন ন্যায়বিচার প্রক্রিয়াকে সমর্থন করতে প্রস্তুত রয়েছি। তিনি বলেন, এই বিচার প্রক্রিয়া সত্য, ক্ষতিপূরণ, ন্যায়বিচারের দাবিতে এবং এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে তার জন্য ভুক্তভোগী এবং বেঁচে থাকা মানুষের দাবিকে সম্মান জানানোর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি আরো বলেন, গণহত্যার কথা স্বীকার করাই একমাত্র কাজ নয়। সহিংসতার অবসান ঘটাতে এবং নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি রোধে, সবাইকে একসঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ গণহত্যা শুরুর ছয় বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেয়া এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া রোহিঙ্গা প্রবাসী সদস্যদের ধন্যবাদ জানান তিনি। বলেন, চলমান নিপীড়নের মুখে আমি আপনাদের সহনশীলতার প্রশংসা করি। ২০১৬-২০১৭ সালে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর নৃশংস হামলা চালায়। নির্যাতন, যৌন ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা এবং পদ্ধতিগত সহিংসতা ও গণহত্যার ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হন এবং হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দেশটির সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটিকে লক্ষ্যে পরিণত করে। তারা ৭ লাখ ৪০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। এসব আক্রমণের ভয়াবহ প্রভাব ছয় বছর পরও অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ দশ লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আরো অনেকে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। জেয়া বলেন, জুলাই মাসে বাংলাদেশ সফরের সময় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সঙ্গে দেখা করেছি। তারা মিয়ানমারে তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ওপর ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সহিংসতার বর্ণনা দেন। একই সঙ্গে নিজ দেশে ফিরে গেলে আবার নিপীড়নের শিকার হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া বলেন, আমরা দায়ীদের জবাবদিহি করা, বেঁচে থাকা ও ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতিতে অটল। বর্তমান পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গারা নিরাপদে মিয়ানমারে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরতে পারবে না এ কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, পুনর্বাসন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়, সেখানে আমরা অবদান রেখেছি।

জাতিসংঘে উত্তর কোরিয়াকে প্রশ্রয় দিচ্ছে চীন ও রাশিয়া অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের

নিউ ইয়র্ক : উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ এবং মহাকাশে গোয়েন্দা উপগ্রহ স্থাপনে বৃহস্পতিবারের প্রচেষ্টার বিষয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সমন্বিত প্রতিক্রিয়ায় চীন ও রাশিয়া বাধা দিচ্ছে বলে শুক্রবার অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকে, মস্কো ও বেইজিং ছাড়া, ১৫ টি দেশের মধ্যে ১৩ টি দেশ পিয়ং ইয়ং-এর তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় গুপ্তচর উপগ্রহ পরীক্ষার নিন্দা জানায়। এই উপগ্রহ পরীক্ষায় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিন্ডা থমাস-গ্রিনফিল্ড বলেন, এই কর্মকাণ্ড আমাদের ঐক্যবদ্ধ করার একটা বিষয় হতে পারতো...কিন্তু ২০২২ সালের শুরু থেকে চীন ও রাশিয়া বাধা দানের নীতি গ্রহণ করার কারণে, এই পরিষদ প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার আনুষ্ঠানিক নাম ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়া। এর আদ্যক্ষর ব্যবহার করে তিনি আরো বলেন, উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে পারমাণবিক হুমকি বাড়ছে। কিন্তু, রাশিয়া ও চীন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের দায়িত্ব পালন করছে না। গতমাসে উত্তর কোরিয়ার সামরিক কুচকাওয়াজে রুশ ও চীনা কর্মকর্তাদের উপস্থিতির নিন্দা করেন লিন্ডা থমাস-গ্রিনফিল্ড। সেই কুচকাওয়াজে নতুন ধরণের ড্রোন এবং পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টি মিসাইল প্রদর্শন করা হয়।

মস্কো ও বেইজিং সম্পর্কে থমাস-গ্রিনফিল্ড বলেন, তারা নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব লঙ্ঘনকে উদযাপন করছে....উদযাপন করছে এবং পরিষদের পদক্ষেপে বাধা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

২০২২ সালের মে মাসে চীন ও রাশিয়া পিয়ংইয়ং-এর ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটি প্রস্তাবে ভেটো দেয়। এর পর থেকে, উত্তর কোরিয়ার বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের কোনো প্রস্তাব বা ঘোষণা গৃহীত হয়নি। এর আগে, ২০১৭ সালে, উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে সর্বশেষ সর্বসম্মত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো।

দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে চলমান যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মহড়ার দিকে ইঙ্গিত করে চীন ও রাশিয়ার প্রতিনিধিরা বলেন, উত্তর কোরিয়ার আগ্রাসী অবস্থানের জন্য ওয়াশিংটন দায়ী। উত্তর কোরিয়া দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে যে তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি কেবল আত্মরক্ষার জন্য। আর উপগ্রহ কর্মসূচির জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। থমাস-গ্রিনফিল্ড উত্তর কোরিয়ার এই অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই সত্যটা জানি। উত্তর কোরিয়া তাদের জনগণের চরম প্রয়োজনের চেয়ে, তাদের বিকারগ্রস্থ ও স্বার্থপর নীতিকে প্রাধান্য দেয়।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট মামলায় সময়সীমার মধ্যেই আত্মসমর্পণ করলেন ট্রাম্পসহ ১৯ অভিযুক্ত

নিউ ইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য জর্জিয়ায় নির্বাচনের ফল পালটে দেয়ার মামলায়, সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পসহ ১৯ জন্য অভিযুক্ত আটলান্টার কারাগারে হাজির হন। সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই তারা সেখানে যান। এর আগে, হাজির হওয়ার জন্য শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলো পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফুলটন কাউন্টি কারাগারে ট্রাম্প হাজির হওয়ার পর, শুক্রবার আরো সাত জন অভিযুক্ত পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ট্রাম্পের অন্য সহ-অভিযুক্তরা সপ্তাহের শুরুতে কারাগারে হাজিরা দেন। এখানে ট্রাম্প-এর মাগশট নেয়া হয়। তিনিই হলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সাবেক প্রেসিডেন্ট, যার মাগশট নেয়া হলো।

আদালতের রেকর্ডে দেখা যায়, ১৯ অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই আদালত কর্মকর্তাদের নির্ধারণ করা শর্তে সম্মত হন এবং মামলা দায়েরের পর কারাগার থেকে বের হওয়ার অনুমতি পান। ফুলটন কাউন্টির এক নির্বাচনী কর্মীকে হয়রানির অভিযোগে অভিযুক্ত হ্যারিসন উইলিয়াম প্রেসকট ফ্লয়েড বৃহস্পতিবার নিজেকে কারাগারে সোর্পদ করেন।এর পর তিনি কারাগারেই রয়ে যান।

ফ্লয়েডকে জামিন দেয়া হয়নি, নাকি তিনি জামিনের জন্য প্রয়োজনী অর্থ জোগাড় করতে পারেননি তা স্পষ্ট নয়। ফেডারেল আদালতের রেকর্ডে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের পক্ষে গঠন করা ব্ল্যাক ভয়েসেস গ্রুপের সঙ্গে সক্রিয় ফ্লয়েডকে তিন মাস আগে এফবিআই এজেন্টদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ব্যবহার করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো। এই এফবিআই এজেন্টরা তাকে একটি গ্র্যান্ড জুরির সামনে হাজির করার জন্য আদালতের আদেশ তামিল করছিলেন।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে দুইলাখ ডলার জামিনমূল্যে মুক্তি পান ট্রাম্প। এর আগে, তার আইনজীবীরা ফুলটন কাউন্টির প্রসিকিউটর ফানি উইলিস-এর সাথে আলোচনা করে এই জামিনমূল্য ঠিক করেন।

জর্জিয়ায় ২০২০ সালের পুনঃনির্বাচনে পরাজয়ের পর নির্বাচনী ফল পালটে দেবার চেষ্টার সঙ্গে জড়িত ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আটলান্টা কারাগারে প্রায় ২০ মিনিট অবস্থান করতে হয় এই সাবেক প্রেসিডেন্টকে। গত পাঁচ মাসের মধ্যে, এই নিয়ে চতুর্থবারের মতো ট্রাম্পকে গ্রেফতার করা হলো। আটলান্টা বিমানবন্দরে বিমানে ওঠার আগে ট্রাম্প তার গ্রেপ্তারের বিষয়ে সংবাদদাতাদের বলেন, এখানে যা ঘটেছে তা ন্যায়বিচারের প্রতি পরিহাস। আমরা কোনো ভুল করিনি আমি কোনো ভুল করিনি এবং এটা সবাই জানে।

সুপার মডেল বেলা হাদিদের মন্তব্যে মন্ত্রীর তীর্যক সমালোচনা

নিউ ইয়র্ক: সুপার মডেল বেলা হাদিদ ইসরাইলের কট্টর ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রীর টেলিভিশনে সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অধিকৃত পশ্চিম তটে ফিলিস্তিনিদের নিয়ে যে সাম্প্রতিক মন্তব্য করেছেন তার সমালোচনা করেন। তবে শুক্রবার নিরাপত্তা মন্ত্রী হাদিদের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

অধিকৃত ভূখণ্ডে ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে দুটি প্রাণঘাতী ফিলিস্তিনি হামলার পর চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইসরাইলের টিভি চ্যানেল ১২-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইটামার বেন-গেভের যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইহুদি বসতি স্থাপনকারী হিসাবে সেখানে স্বাধীনভাবে তার চলাচলের অধিকার ফিলিস্তিনিদের অধিকারের চেয়ে বেশি।

বেন-গেভের বুধবার টেলিভিশনে বাইবেলে উল্লেখিত পশ্চিম তটের নাম ব্যবহার করে বলেন, আরবদেরস্বাধীনভাবে চলাচলের চেয়ে আমার অধিকার, আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তান জুডিয়ে ও সামারিয়ার ঘুরে বেড়ানোর অধিকার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন,স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকারের আগে আসে জীবনের অধিকার।

ফিলিস্তিনি পিতার কন্যা বিশ্ববিখ্যাত সুপার মডেল এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রভাব সৃষ্টিকারী হাদিদ, বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে তার ৫৯.৫ মিলিয়ন অনুসারীদের সাথে বেন-গেভেরের দেওয়া সাক্ষাৎকারের একটি অংশ শেয়ার করে লিখেছেন : বিশেষত ২০২৩ সালে কোনও স্থানে, কোনও সময়েই একটি জীবন অন্যের চেয়ে বেশি মূল্যবান হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে তাদের জাতিগত, সংস্কৃতি অথবা নির্ঘাত ঘৃণার কারণে। তিনি শীর্ষস্থানীয় ইসরাইলি অধিকার গোষ্ঠী বি'তসেলেমের একটি ভিডিওও পোস্ট করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে পশ্চিম তটের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর হেবরনে ইসরাইলি সৈন্যরা এক বাসিন্দাকে বলছে, ফিলিস্তিনিদের এই নির্দিষ্ট রাস্তায় হাঁটার অনুমতি নেই কারণ এটি ইহুদিদের জন্য সংরক্ষিত। তিনি তার পোস্টে লিখেছেন,এটি কি কাউকে কিছু মনে করিয়ে দেয়?

অভিযান ১৪ দিন পরে আবার যখন সূর্যের ক্ষীণ আলোর রশ্মি দক্ষিণ পিঠে আসবে তখন আবার জেগে উঠবে তারা

চাঁদে ১৪ দিন টানা অভিযান চালাবে ভারতের চন্দ্রযানের বিক্রম প্রজ্ঞান, তবে আর ফিরবে না পৃথিবীতে

কলকাতা : বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে প্রথমবার সফল অভিযান করেছে ভারত। ২৪ অগাস্ট সেখানে অবতারণ করেছে তার চন্দ্রযান ৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞান। পৃথিবীর সময়ের হিসেবে চাঁদে ১৪ দিন কাজ করবে তারা। পৃথিবীর ১৪ দিন চাঁদের হিসেবে একদিন। এই সময়টাতে চাঁদে সূর্যের আলো থাকবে। রোভার আর বিক্রম তাদের সোলার প্যানেলে সূর্যের আলো থেকে এনার্জি বুস্ট করে সক্রিয় থাকবে।

ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো জানাচ্ছে, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে যতক্ষণ দিন থাকবে ততক্ষণ সূর্যের আলো থেকে শক্তি নিয়ে কাজ শুরু করবে রোভার প্রজ্ঞান। যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকবে ততক্ষণই সচল থাকবে প্রজ্ঞান। চাঁদের মাটিতে ঘুরে ঘুরে নমুনা সংগ্রহ করবে। তেজস্ক্রিয় মৌলের খোঁজ করবে, জলের অস্তিত্ব খুঁজবে। কিন্তু সূর্যের আলো চলে গেলে আর কাজ করতে পারবে না রোভার। তখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

পৃথিবীর সময়ের হিসেবে ১৪ দিন পরে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে রাত নামবে। সূর্যের আলো আর থাকবে না। হিমশীতল ঠান্ডা গ্রাস করবে চাঁদের দক্ষিণ পিঠকে। এই সময় বিক্রম ও রোভার দু'জনেই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় চলে যাবে। এই সময়টা আরও ১৪ দিন ধরে চলবে। ওই ১৪ দিন রোভার আর বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না।

ইসরো'র বিজ্ঞানীরা বলছেন বিক্রম-প্রজ্ঞানের মৃত্যু হবে না। ১৪ দিন পরে আবার যখন সূর্যের ক্ষীণ আলোর রশ্মি দক্ষিণ পিঠে আসবে তখন আবার জেগে উঠবে তারা। এখানেই ইসরোর বড় সাফল্য। এমনভাবেই বিক্রম আর প্রজ্ঞানের যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে, এতটাই আধুনিক পদ্ধতিতে গড়েছেন বিজ্ঞানীরা যে ১৪ দিন নিষ্ক্রিয় থাকার পরেও নিজে থেকেই জেগে উঠবে তারা।

তাদের পৃথিবীতে ফিরে আসা প্রসঙ্গে অবশ্য বিজ্ঞানীরা বলছেন, সে সম্ভাবনা কম। চাঁদ থেকে আর ফিরবে না বিক্রম ও প্রজ্ঞান। চাঁদের মাটিতেই থেকে যাবে তারা।

ইসরো জানিয়েছে, প্রজ্ঞান এবার তার কাজ শুরুর আগে অবতরণস্থলের চারদিক ভাল করে পরীক্ষা করে নিয়েছে এই রোভার-এর রেডার ও সেন্সর। আশপাশে কোনও গহ্বর আছে কিনা, বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা তা বার বার পরীক্ষা করার পরেই চাঁদের মাটি সংগ্রহের কাজ শুরু হবে।

চাঁদের ধুলো রেগোলিথ থেকে বাঁচাতে প্রজ্ঞানকে সুরক্ষা দিচ্ছে ইসরো। বিক্রম ও প্রজ্ঞানের গায়ে যাতে ধুলো লেগে না থাকে তা দেখা হচ্ছে।

‘জলপাইগুড়িতে দলীয় কার্যালয় দখল ও SFI কর্মীদের উপর আক্রমণ পূর্ব পরিকল্পিত’ জীবেশ সরকার

শিলিগুড়ি ঃ জলপাইগুড়িতে দলীয় কার্যালয় দখল ও এসএফআই কর্মীদের উপর আক্রমণ তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ব পরিকল্পিত ছিল, শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই দাবি দার্জিলিং জেলা CPIM নেতৃত্বের।পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন তারা। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং জেলা CPIM এর দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন CPIM নেতৃত্বরা।এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন CPIM এর রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অশোক ভট্টাচার্য, রাজ্য কমিটির সদস্য জীবেশ সরকার, দার্জিলিং জেলা CPIM এর সম্পাদক সমন পাঠক। প্রসঙ্গত, বুধবার রাতে জলপাইগুড়িতে এসএফআই ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় বেশ কয়েকজন এসএফআই এবং CPIM কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।তবে জীবেশ সরকার এদিন অভিযোগ করে জানান, প্রথম থেকেই CPIM দলীয় কার্যালয় সুবোধ সেন ভবনে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। আমাদের দলীয় কার্যালয় ভাংচুর করলো তৃণমূল আমাদেরই নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করলো পুলিশ। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করেনি।

শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হলো লোকশিল্পীদের সম্মেলন

শিলিগুড়ি ঃ লোকশিল্পকে পুনর্জীবিত করতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার।লোকশিল্পীদের মান উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে অনুষ্ঠিত হলো লোকশিল্পী সম্মেলন।বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে দার্জিলিং জেলার লোকশিল্পীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। এছাড়াও অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন শিল্পীরা।মেয়র গৌতম দেব জানান,তাদের সরকারের মুল লক্ষ্যই হলো এই শিল্পীদের উন্নয়ন ঘটানো।বর্তমানে এই রাজ্যের ১লক্ষ ৯৪ হাজার লোকশিল্পী সরকারী ভাতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।আগামীতে কিভাবে আরোও শিল্পীদের এই ভাতার অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন বলে জানান তিনি।

ভেঙে পড়েছে কোচবিহার পৌরসভার পৌর পরিষেবা, চেয়ারম্যানের স্মারকিক প্রদান বিজেপির

কোচবিহার ঃ কোচবিহার পৌরসভার বেহাল পৌর পরিষেবার প্রতিবাদে আজ বিজেপির কোচবিহার শহর মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে একটি স্মারকিক প্রদান করা হয়। বিজেপির অভিযোগ ভেঙে পড়েছে কোচবিহার পৌরসভার পৌর পরিষেবা। নিকাশী নালা থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট সবকিছুর বেহাল দশা। শহরের বুকে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। কোচবিহার পৌরসভা চেয়ারম্যান পৌরসভার পৌর পরিষেবা নিয়ে উদাসীন। অপরদিকে কোচবিহার পৌরসভার নাগরিকদের উপর বাড়িয়ে চলেছেন করের বোঝা। বাড়ির প্লান পাস করানোর জন্য তিনগুণ বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে পৌরসভার পক্ষ থেকে। যার ফলে নাজেহাল অবস্থা কোচবিহার পৌরসভার সাধারণ নাগরিকদের। অবিলম্বে অন্যায় ভাবে চাপিয়ে দেওয়ার কর বাতিলের দাবিতে এবং সুষ্ঠ পৌর নাগরিক পরিষেবার দাবিতে আজ শহর জুড়ে মিছিল করে পৌরসভার সামনে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপির কর্মীরা। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে এর নেতৃত্বে চলে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। বিক্ষোভের পাশাপাশি কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এর কাছেও একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, পৌর আইন মেনেই সমস্ত কর ধার্য করা হয়েছে। এছাড়াও শহরের অনেকেই রাতের অন্ধকারে নোংরা আবর্জনা রাস্তা এবং নিকাশিনালায় ফলছে। আমরা যেমন তৎপরতার সঙ্গে মানুষকে সচেতন করছি এবং প্রতিদিন নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করছি তেমনি ভাবে বিজেপির নেতৃত্বদের কাছেও আবেদন জানিয়েছি। তারাও যেন মানুষকে সচেতন করে।

ইউজিসি এর নির্দেশ অনুযায়ী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পালন করা হলো আন্টি র‍্যাগিং অবজারভেশন সপ্তাহ

শিলিগুড়ি ঃ ইউজিসি এর নির্দেশ অনুযায়ী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পালন করা হলো আন্টি র‍্যাগিং অ ব জা র ভে শ ন সপ্তাহ।বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল মোড় থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে রাজা রামমোহন রায় এর মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত একটি বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র ভানু মঞ্চে ছাত্রীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিয়ে র‍্যাগিং বিষয়ক একটি আলোচনা সভা করার পাশাপাশি র‍্যাগিং সংক্রান্ত দুটি সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র একে দেখানো হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেজিস্টার নুপুর দাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে রিসার্চ স্কলার সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

খাবারে জোঁক ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ রামপুরহাট একনং ব্লকের দাদপুর উত্তরপাড়া ২৩৮ নং অঙ্গনাওয়াড়ী কেন্দ্রের রান্না করা খাবারে জোঁক পাওয়ার ঘটনায় বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা । প্রতিদিন নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয় এবং বাড়ী থেকে রান্না করে খাবার এনে অঙ্গনাওয়াড়ী কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয় বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের । গ্রামবাসী খাইরুল হাসান বলেন, রান্না করা খাবারে জোঁক পাওয়া গিয়েছে । দিদিমনিকে ডাকা সত্ত্বেও আসছে না । যা পারেন করে নিতে পারেন বলে হুমকি দিয়েছে ।

আব্দারপুরে রক্তদান শিবির

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃমর্নিং স্টার উদ্যোগে আদিবাসী গাওতার সহযোগিতায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো শনিবার আব্দারপুর মাঠে । প্রায় পঞ্চাশজন রক্তদান করেন । রক্তদাতাদের হাতে মেমোনটো,গাছের চারা তুলে দেওয়া হয় । আদিবাসী গাওতা সম্পাদক রবীন সোরেন বলেন, রক্তদান এখনো মানুষের ভয় আছে এবং রক্ত সঙ্কট মেটানোর জন্য এই রক্তদান শিবির ।

কোচবিহারের জেলাস্তরের কন্যাশ্রী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে রবীন্দ্র ভবনে

কোচবিহার ঃ ১০ বছর পেরিয়ে সার্বিক উন্নতিতে এগিয়ে চলেছে কন্যাশ্রী। আর এই প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে সোমবার জেলাস্তরের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে রবীন্দ্র ভবনে। এদিন জেলার বিভিন্ন স্কুল গুলির ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। গোটা রাজ্যে ৮১ লক্ষের বেশি ছাত্রীরা কন্যাশ্রী পাচ্ছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদীয়ান, অতিরিক্ত জেলাশাসক রবিরঞ্জন জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্র নাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ বর্মন, বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী, প্রাক্তন বিধায়ক হীতেন বর্মন সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই মঞ্চ থেকে কন্যাশ্রীকে সামনে রেখে বিগত কয়েকদিন থেকে বিভিন্ন স্কুলে হয়ে চলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। সেই সাথে তাদের বিশেষভাবে সম্মান জানানো হবে। কোচবিহার জেলা থেকে ২ জন ছাত্রী রাজ্য কন্যাশ্রীতে জায়গা করে নিয়েছে।

কোচবিহারের শীতলকুচিতে শুটআউট, গুলিবিদ্ধ মহিলা

কোচবিহার ঃ ফের শুটআউট কোচবিহারের শীতলকুচিতে। গুলিবিদ্ধ হলেন এক মহিলা। বুধবার শীতলকুচির পাঠানতুলি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, খেতের ধান ভেড়ায় খেয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলার সূত্রপাত। গুলিবিদ্ধ মহিলার নাম রোশনা বিবি (৩৫)। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ।এদিন খেতের ধান ভেড়ায় খেয়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। সেইসময় এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করে গুলি করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় রোশনা বিবির পায়ে গুলি লাগে। তাঁকে জখম অবস্থায় উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কোচবিহারে রেফার করা হয় তাঁকে। শীতলকুচি থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, একটি ঝামেলার খবর এসেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ঢাকের তালে উপ নির্বাচনে মনোনন্‌পত্র দাখিল বিজেপির, উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

জলপাইগুড়ি ঃ ঢাকের তালে উপ নির্বাচনে মনোনন্‌পত্র দাখিল বিজেপির, উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সমবেত হয়ে ঢাকের আওয়াজ তুলে ধুপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেন পুলওয়ামা জঙ্গী হামলায় শহীদ সি আর পি এফ জওয়ান জগন্নাথ রায়ের স্ত্রী তাপসী রায়।উল্লেখ্য, গত একমাস আগেই অসুস্থতা জনিত কারণে মৃত্যু হয়েছিলো বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়ের।এরপরেই জাতীয় নির্বাচন কমিশন দেশের অন্যান্য কয়েকটি উপ নির্বাচনের সঙ্গে আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর ধুপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচন ঘোষণা করে।বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র দাখিল করার সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, রাজ্য বিধানসভায় বিজেপি দলের চীফ হুইপ মনোজ টিগ্গা, সাংসদ ডা.জয়ন্ত কুমার রায়, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা সহ জেলা বিজেপির সভাপতি বাপি গোস্বামী, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ীর বিজেপি বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি এবং অন্যান্যরা। উপ নির্বাচন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, জলপাইগুড়ির একটি ঐতিহ্য রয়েছে আমি আসা করবো ধুপগুড়ি উপ নির্বাচনে সমস্ত রাজনৈতিক দল সেই ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই নির্বাচনে অংশ নেবে।

ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভ প্রতিবাদ করল মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

মালদা ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগিং এর অভিযোগ এবং ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভ প্রতিবাদ করল মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বৃহস্পতিবার মালদা কলেজ গেটের সামনে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মালদা শাখার কর্মকর্তারা। পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগিং এর ঘটনায় ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ডেপুটেশনের সময় এসএফআই ছাত্র সংগঠনের দ্বারা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সহ সভাপতি অমিত শেঠ জানিয়েছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার পর ডেপুটেশন দেওয়াকে ঘিরে এসএফআই কর্মীরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের উপর হামলা চালিয়েছে। সেই ঘটনার ধিক্কার জানিয়েছি । এছাড়াও রাজ্যপালের ভূমিকাতেও আমরা অসন্তুষ্ট । তাই এদিন এসব বিষয় নিয়ে বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ করা হয়েছে।

অনলাইনে আর্থিক প্রতারণার শিকার হলেন পুরাতন মালদা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে

মালদা ঃ অনলাইনে আর্থিক প্রতারণার শিকার হলেন পুরাতন মালদা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে। ওই তৃণমূল কাউন্সিলের ছেলের অ্যাকাউন্ট থেকে দফায় দফায় প্রায় ৮০ হাজার টাকা তুলে নিয়ে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার পুরাতন মালদা থানা ও সাইবার ক্রাইম থানায় নির্দিষ্ট প্রতারকের মোবাইল নম্বর দিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে শুভম সিংহ বর্মা । তাঁর বাবা শত্রুঘ্ন সিংহ বর্মা , পুরাতন মালদা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর পদে রয়েছেন। অনলাইনের মাধ্যমে এই প্রতারণা খবর জানাজানি হতেই তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায়। পুলিশকে অভিযোগে প্রতারিত হওয়া তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে শুভম সিংহ বর্মা জানিয়েছেন, তাদের হার্ডওয়ারের ব্যবসা রয়েছে । গত ১৩ আগস্ট দুটি অচেনা মোবাইল নম্বর থেকে তার কাছে বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট নেওয়ার কথা বলে অর্ডার করা হয়। নির্দিষ্ট একটি বেসরকারি কোম্পানির নাম করে সেখানকার ভবন তৈরীর জন্য কয়েক হাজার বস্তা সিমেন্টের প্রযোজন, একথা বলেই ফোনে আলাপ হয়। এর পরই মোবাইলের অপর প্রান্ত থেকে দুই থেকে তিনবার ওটিপি চেয়ে পাঠানো হয় । তার সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। আর তাতে ভুলবশতো ওটিপি দেওয়ায় দফায় দফায় ওই ব্যবসায়ির একাউন্ট থেকে প্রায় ৮০ হাজার টাকা তুলে নেয় প্রতারকের দল। মোবাইলে টাকা তোলার মেসেজ আসতেই নড়েচড়ে বসে ব্যবসায়ী শুভম সিংহ বর্মা।

পুরাতন মালদা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শত্রুঘ্ন সিংহ বর্মা জানিয়েছেন, তার ছেলের হার্ডওয়ারের ব্যবসা রয়েছে । সিমেন্ট কেনার কথা বলি তার ছেলেকে অনলাইনে প্রতারণা করা হয়েছে এতে একাউন্ট থেকে প্রায় আশি হাজার টাকা খোয়া গিয়েছে। মোবাইলের এই অনলাইনের মাধ্যমে যেভাবে সাধারণ মানুষকে আর্থিক প্রতারণা স্বীকার হচ্ছে তা নিয়েও উদ্বিগ্ন তিনি। বিষয়টি পুরাতন মালদা থানা এবং সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর দিয়েও এই অভিযোগ করা হয়েছে। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে দুর্গা পূজোর প্রস্তুতি শুরু

মালদা ঃ খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে দুর্গা পূজোর প্রস্তুতি শুরু করল বালুচর কল্যাণ সমিতি। বৃহস্পতিবার সকালে বালুচর এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় এই খুটি পুজো। মালদা শহরের বিগ বাজেটের দুর্গা পুজো গুলির মধ্যে বরাবরই অন্যতম বালুচর কল্যাণ সমিতি। এবছর নিত্য নতুন চমক রয়েছে তাদের। আশা রাখছেন জেলাবাসীর নজর কারবেন তারা। আজ খুঁটি পূজার মধ্যে দিয়ে তার প্রস্তুতি শুরু হল।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং এর মধ্যে বাস চলাচলের প্রতিবাদে মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেবে তরাই চালক সংগঠন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং এর মধ্যে বাস চলাচল করায় সমস্যায় পড়ছে ছোটো গাড়ি চালকরা। এমনই অভিযোগ তুলে আগামী ২১ আগস্ট শিলিগুড়ির মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেবে তরাই চালক সংগঠন।

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবে তরাই চালক সংগঠনের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে বলা হয়। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত বাস চলাচল করায় রোহিণী রোডে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এদিন সংগঠনের তরফ থেকে বলা হয় বাস চলাচল করুক তবে তা ৫৫ নং জাতীয় সড়ক দিয়ে। এদিন সংগঠনের তরফে আরো বলা হয় আগামী ২১ তারিখ একটি মিছিল করে শিলিগুড়ির মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়ার পর দাগাপুর এলাকার একটি ভবনে সভা করা হবে। এই সভা থেকে ঠিক করা হবে সংগঠনের আগামী দিনের কর্মসূচি।

৫১৪ বছরে পা রাখলো বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ি মনসা পূজো, শুরু হয়েছে প্রস্তুতি পর্ব

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের প্রাচীন পূজো গুলোর মধ্যে ধরা হয় বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির এই মনসা পুজোকে।

এবার ইংরেজি ১৮ ই অগাস্ট এই প্রাচীন রাজবাড়ির নিজেস্ব মনসা মন্দিরে পূজিত হবেন মা মনসা,

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির এই মনসা পুজোকে ঘিরে আজও এক উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায় জলপাইগুড়ি সহ পার্শ্ববর্তী কোচবিহার জেলার গ্রামীন মানুষের মধ্যে।

মনসা পূজো উপলক্ষে রাজবাড়ী সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় আজও বসে মেলা, হয় রকমারি কেনাকাটার সঙ্গে জিলিপি, থেকে এই সময়ের ফাস্ট ফুড। ভিড় জমান আট থেকে আসি সবাই।

বর্তমানে রাজবাড়ির নিজেস্ব মনসা মন্দিরে তৈরি করা হচ্ছে মা মনসার মূর্তি। সব মিলিয়ে এখন থেকেই মানুষের মনের এক্ কোণে নাড়া দিচ্ছে ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ির মনসা পূজো সঙ্গে জমজমাট মেলা আনন্দ। এবারের আযোজন প্রসঙ্গে রাজ পুরোহিত শিবু ঘোষাল জানান, এবার উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বিষহরির গান সহ মেলা বসবে আগামী ১৮ থেকে ২৩ শে আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই মনসা পূজো উপলক্ষে আযোজিত রাজবাড়ির মেলা।

মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ারে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

আলিপুরদুয়ারঃ মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ারে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় থেকে প্রতিবাদ মৌন মিছিল বের হয় এই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। প্রতিবাদ মিছিল আলিপুরদুয়ার শহড়ের পথ পরিক্রমা করে আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানে এক পথসভা আয়োজিত হয়।

প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য।শিলিগুড়ি সংলগ্ন ঠাকুরনগরে প্রাক্তন পুলিশ কর্মী সুধীর নন্দীর বাড়ি।স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানেই থাকেন তিনি।সম্প্রতি চিকিৎসাজনিত কারণে স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছেন।সেই সুযোগে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে দরজার তালা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢোকে দুষ্কৃতীর দল।আলমারি ভেঙে নগদ টাকা সহ সোনার অলঙ্কার এবং আরও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল।

বৃহস্পতিবার সকালে সুধীর বাবুর এক আত্মীয় বাড়িটি দেখতে গেলে বিষয়টি নজরে আসে তাঁর।এরপরই ঘটনার খবর দেওয়া হয় এনজেপি থানায়।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

দিনে দুপুরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো দিনহাটা ২ ব্লকের ত্রিমোহিনী এলাকায়

কোচবিহার ঃ দিনে দুপুরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো দিনহাটা ২ ব্লকের ত্রিমোহিনী এলাকায় । দিনহাটা ২ ব্লকের ত্রিমোহিনী এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্রজেন্দ্রনাথ অধিকারীর বাড়িতে ঢুকে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। জানা যায় দুপুরে ওই ব্যক্তি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিশেষ কাজে বাইরে যান সেই কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে দেখেন বাড়ির দরজা খোলা এবং ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। তড়িঘড়ি বিষয়টি স্থানীয়দের জানান । ওই ব্যক্তির দাবি, লক্ষাধিক টাকা নগদ নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই এলাকার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সাহেবগঞ্জ থানায় ওই ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মহিলা উদ্যোক্তাদের নিয়ে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল একটি কর্মশালা

শিলিগুড়ি। মহিলা উদ্যোক্তাদের ব্যবসাকে আরো শক্তিশালী করতে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল একটি কর্মশালা। এই কর্মশালায় বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মহিলা উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করে। বৃহস্পতিবার দুপুর ৩ ৩ু০ থেকে শিলিগুড়ির একটি হোটেলে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে মহিলা উদ্যোক্তারা কিভাবে তাদের ব্যবসাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিন শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পঙ, নেপাল থেকেও মহিলারা অংশগ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

বিজেপির ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে প্রার্থীকে সম্মান জানাতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হলেন প্রাক্তন জেলা সহসভাপতি

জলপাইগুড়ি ঃ বিজেপির ধুপগুড়ি উপনির্বাচনে প্রার্থীকে সংবর্ধানা দিতে গিয়ে প্রাক্তন জেলা সহ সভাপতি অলোক চক্রবর্তী বেধড়ক মার খেলেন। অভিযোগের তীর দলের জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী ও যুব মোর্চার জেলা সভাপতি পলেন ঘোষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ বৃহস্পতিবার অলোক চক্রবর্তী বিজেপি প্রার্থীকে সংবর্ধনা দিতে গেলে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেয় জেলা সভাপতি। এরপর একের পর এক লাথি মারতে থাকে বাপি গোস্বামী ও পলেন ঘোষ। এমনই অভিযোগ অলোক চক্রবর্তীর। যদিও এনিয়ে কিছু বলতে চাননি দলের জেলা সভাপতি।

মন্দির,মসজিদ,গির্জায় মাথা ঠেকিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন উপনির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী

জলপাইগুড়িঃ মন্দির মসজিদ গির্জায় মাথা ঠেকিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলেন ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়।প্রথমে ধূপগুড়ি মায়ের স্থানে পুজো দিয়ে সোজা সোনাখালী মাজারে চাদর চড়িয়ে, শেষে গির্জায় মোমবাতি জ্বালিয়ে মনোনয়নপত্র জমা করতে গেলেন ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডঃ নির্মল চন্দ্র রায়।বুধবার সকালে তিনি প্রথমে ধূপগুড়ি মায়ের স্থানে পুজো দেন। এরপর সোনাখালী মাজার শরীফে চাদর চড়িয়ে একটি গির্জায় মোমবাতি জ্বালিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তৃণমূল প্রার্থী।এদিন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর, জেলা পরিষদ সদস্য মমতা বৈদ্য, দিনেশ মজুমদার, ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিপু রায়, টাউন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি ইভান দাস,গ্রামীণ ব্লক এবং টাউন ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি ধরণী রায় ,সুজাতা সরকার সহ তৃণমূলের এক ঝাঁক নেতাকর্মী ও জনপ্রতিনিধিরা। এদিন তৃণমূল প্রার্থী নির্মল রায় সকলকে সাথে নিয়ে মায়ের স্থানে পুজো দিয়ে সোনাখালী মাজারে চাদর চড়িয়ে জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

দোকান ঘরের মালিকানার দাবিতে ধর্মঘট বিধান মার্কেটে

শিলিগুড়ি ঃ দোকান ঘরের মালিকানার দাবিতে বিধান মার্কেটে ২৪ ঘন্টা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। সেই মতো সকাল থেকে বন্ধ দোকানপাট। ব্যবসায়ীদের দাবিকে সামনে রেখে আয়োজিত হলো একটি সুবিশাল মিছিল। দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা তাদের দোকান ঘরের মালিকানার দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু এখনও তাদের দাবি মানা হয়নি। ফলে বুধবার তারা মার্কেটে ২৪ ঘঃটা বনধের ডাক দিয়েছে।বনধকে সফল করতে বুধবার বিধান মার্কেট থেকে একটি মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টা নাগাদ বিধান মার্কেটে এসে শেষ হয়। এই মিছিল থেকে দোকানঘরের মালিকানার দাবি জোরালো করা হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ঝুলন যাত্রার ইতিকথা

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ হিন্দু ধর্মে বারো মাসে তেরো পার্বণ। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল ঝুলনযাত্রা। মনে করা হয় রাধা কৃষ্ণ'র লীলা হল ঝুলনযাত্রা। প্রচলিত ধারণা, দ্বাপর যুগে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে শ্রী বৃন্দাবন ধামে এই উৎসবের সূচনা। সুপ্রাচীন এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা সামাজিক ও পৌরাণিক তাৎপর্য।

ঝুলন শব্দের আরেক অর্থ দোলনা। এইসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য দোলনায় সাজানো হয়,সেই দোলনায় বসিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে যুগল মূর্তিকে সুন্দর করেসাজিয়ে দোলনা তে বসিয়ে পূজো করেন, সঙ্গে দেওয়া হয় দোল। ঝুলনযাত্রার দিন শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধার প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণর শৈশবস্মৃতি, বিশেষতঃ সখাসখীদের সঙ্গে দোলনায় দোলার প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে দ্বাপরযুগে এই ঝুলন উৎসবের সূচনা হয়েছিল।

ঝুলনযাত্রা বা লীলা বর্ষার লীলা। ঝুলন যাত্রা শ্রাবণ (সাধারণত আগস্ট) মাসে পালিত হয়, শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথি থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত, যাঝুলন পূর্ণিমা,শ্রাবণী পূর্ণিমা, রাখী পূর্ণিমা নামেও পরিচিত।ভাইবোনের পবিত্র রাখীবন্ধন উৎসব এই পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয়। এই বছর মলমাস বা অধিকমাস পড়ে যাওয়াতে এইটি ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

হিন্দু ধর্মের সকলের কাছে,বিশেষত বৈষ্ণব ধর্মাবিলম্বীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ঝুলন উৎসব। ঝুলন রাধাকৃষ্ণের বর্ষাকালীন প্রেম এবং আবেগের উৎসব। বর্তমানে বৃন্দাবন,মথুরা, পুরী,নবদ্বীপ, মায়াপুর সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতযেখানে বৈষ্ণব ধর্মাবিলম্বীদের অবস্থান, এই উৎসব আড়ম্বরের সঙ্গে, জাঁকজমক পূর্ণভাবে পালিত হয়।এটি দোল পূর্ণিমার পরবর্তীতে বৈষ্ণবদের আর একটি বড় উৎসব। ভক্তিমূলক গান, নাচ এই উৎসবের অঙ্গ। আজ ইং. ২৭ আগস্ট, রবিবার শ্রী শ্রী ঝুলন যাত্রা আরম্ভ।

ঝুলনযাত্রা কি?

দ্বাপরযুগে বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এই ঝুলন যাত্রা, যা যুগের পর যুগ ধরে এখনও পালিত হয়ে আসছে। বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে রাধাকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমের যে আদানপ্রদান হয়েছে, তারই লীলা স্বরূপ ভক্তগণ এই ঝুলনযাত্রা পালন করে আসছেন। ঝুলনযাত্রায় ভগবানের সেই লীলার বিভিন্নরূপ প্রকাশিত হয়।

ঝুলনযাত্রা শুরু হয় শ্রাবণ মাসের একাদশী থেকে, চলে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরে। ভগবান এই পাঁচ দিন দোলনায় উপবেশন করেন তাঁর ভক্তিরসের আধার আহ্লাদিনী শ্রীরাধার সঙ্গে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরা প্রকৃতি তথা পুরুষোত্তম আর শ্রীরাধা হচ্ছেন অপরা প্রকৃতি ভক্তি স্বরুপিনী। আর ভক্তরা তথা আমরা সেই রাধাভাবে ঈশ্বরের সাহচর্য লাভ করতে ব্যাকুল! এই উৎসবে প্রতি তৃতীয় দিনে দেবতাকে আলাদা দোলনায় বসানো হয়। এর পাশাপাশি, এই দিনগুলির ঈশ্বরের বহু অলৌকিক শোভা শুধুমাত্র এই ঝুলন মহোৎসবের সময় দেখা যায়। ঝুলন উৎসবে ঈশ্বরকে বিশেষ ভোগও দেওয়া হয়। বৃন্দাবনে ভগবান শ্রী রাধারমণের হরিয়ালি তীজ ঝুলন মহোৎসব শুরু হয়। যাকে হিন্দোল উৎসবও বলা হয়, যা চলে রাখী রক্ষাবন্ধন উৎসব অবধি।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।

অর্থাৎ,ভগবান ভক্ত অভক্ত নির্বিশেষে সকলকে অনুগ্রহ করবার জন্য গোলকধাম থেকে ভূলোকে এসে লীলা করেন।

শাস্ত্রেশ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ যাত্রার কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু আজকের যুগে সবগুলো নিষ্ঠাসহ পালন হয়ে ওঠে না। রথযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা, ঝুলনযাত্রা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যাত্রানুষ্ঠানই এখনও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

দোলনা সাজানো, ভক্তিমূলক গান, নাচ, সব মিলিয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার এটি একটি বিশেষ উৎসব। ভারতের এই উৎসবে দেশবিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থীদের আগমন ঘটে। শৈশবে গাছের শাখায় দোলনা বেঁধে ঝুলন দোলায় দোলার স্মৃতি অনেকেরই আছে। এখনও শিশুদের দেখা যায় এমন দোলখেতে। রাধাকৃষ্ণের শৈশবলীলার এমনি এক স্মৃতি 'ঝুলন'।

মনে করা হয় ঝুলন উৎসবে রাধাকৃষ্ণের পুজো করলে সংসারে সুখ সমৃদ্ধি ভরে ওঠে। এইসময় রাধাকৃষ্ণকেহলুদবস্ত্রদিয়েসাজিয়ে, হলুদ ফুল উৎসর্গ করা শুভ। এছাড়াও কৃষ্ণকে ময়ূরের পালক দিয়ে সাজিয়ে, ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানোর রীতি আছে এদিন। আর অবশ্যই এদিন পুজোর আগে রাধাকৃষ্ণের পায়ে তুলসি পাতা অর্পণ করতে হবে।

ঝুলনের নিয়ম

ধ্রুবকের মতন কিছু কিছু নিয়মের কখনোই কোনও পরিবর্তন হয় না।যেমন প্রকৃতির নিয়মে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়, তেমনিই ভগবানের ও ভক্তের প্রেমের কোনও পরিবর্তন হয় না। ভগবানের ও ভক্তের প্রেম ও এমন শাশ্বত নিয়ম মেনে দোলনা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে দোলানো হয়।

প্রশ্ন জাগতে পারে দোলায় রাধা গোবিন্দের বিগ্রহ স্থাপন করে পূর্বপশ্চিম দিক দিয়ে ঝোলানোর তাৎপর্য কি?এ বিষয়ে, শাস্ত্রীয়, ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে দোলনাটি দোলানো হয় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। সূর্যের উদয়, অস্ত ও অবস্থানের দিক নির্দিষ্ট করেই তা করা হয়। সূর্য হচ্ছে পৃথিবীতে সর্ব প্রকার শক্তির উৎস। আর পৃথিবীর গতি হচ্ছেদু'টো, আহ্নিকগতি ও বার্ষিক গতি। দুই গতিধারায় বছরে দুবার কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখায় গিয়ে অবস্থান করে। তখন ঘটে সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন অবস্থান। সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা অনুষ্ঠানে দোলনাটিকে ঝোলানো হয় উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে।অনেকটা পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে দিন ও রাতের মতই ঈশ্বর ও জীবের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। একই ভাবে পৃথিবীর বার্ষিক গতির নিয়ম মেনে উত্তর থেকে দক্ষিনে যা সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিনায়ন'কে বোঝায়।

উৎসবের প্রধান স্থান

ভারতের সমস্ত স্থানের মধ্যে মথুরা, বৃন্দাবন, পুরী, মায়াপুরের ঝুলন যাত্রা উদ্‌যাপনের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। সারা বিশ্ব থেকে হাজার হাজার কৃষ্ণ ভক্ত পবিত্র শহর মথুরা, বৃন্দাবন, পুরী এবং মায়াপুরে যান। রাধা এবং কৃষ্ণের মূর্তিগুলিকে বেদী থেকে সরানো হয় এবং ভারী অলঙ্কৃত দোলনায় স্থাপন করা হয়। সকল ভক্তরা প্রভুর প্রেমে মগ্ন হন।

বৃন্দাবনের শ্রী রূপসনাতন গৌড়ীয় মঠ, বাঁকে বিহারী মন্দির এবং রাধারমণ মন্দির, মথুরার দ্বারকাধীশ মন্দির, জগন্নাথ পুরীর গৌড়ীয় মঠ, ইসকন মন্দির, গোবর্ধন পীঠ, শ্রী রাধাকান্ত মঠ, শ্রী জগন্নাথ বল্লভ মঠ এবং ইসকন প্রভৃতি জায়গা যেখানে এই উৎসব তাদের সবচেয়ে বড় জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়।

বৃন্দাবনে একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে যে বৃন্দাবনে প্রতিদিনই উৎসব। এই কারণে, লোকেরা সর্বদা বৃন্দাবনের মন্দিরে এসে ভগবানের দর্শনের অপেক্ষায় থাকেন। এর পাশাপাশি ব্রজের সমস্ত উৎসবও সারা বিশ্বের ভক্তদের আকর্ষণ করে। শ্রী রাধারমণ মন্দির বৃন্দাবনের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মধ্যে একটি। এর সঙ্গে এই মন্দিরটি সপ্ত দেবালয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই মন্দিরে হরিয়ালি তীজ থেকে শুরু হয়েছে ভগবানের ঝুলন মহোৎসব।

বৃন্দাবনমথুরার পাশাপাশি গোটা দেশ এই উৎসবে মেতে উঠেছে। মথুরাবৃন্দাবনের মতোই বাংলার ঝুলন উৎসবের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবৃন্দ ছাড়াও বাংলা ও বাঙালীর এক ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ঝুলনযাত্রা। বর্তমানে শহরাঞ্চলে এই উৎসবের রেশ ক্ষীণ হয়ে আসলেও আজও গ্রামাঞ্চলে বাংলার এই ঐতিহ্য টিকে রয়েছে।পশ্চিমবঙ্গছাড়াও অসম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বাংলাদেশের বিভিন্ন জয়গায় ঝুলনযাত্রা আজও প্রচলিত।

এই সময় বাড়িতে বিশেষ কিছু কাজের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের পুজো করা হয়। এছাড়া সনাতন ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় নামসংকীর্তন, ভক্তিমূলক গান, নাচের আয়োজন করা হয় ঝুলন যাত্রার সময়। হয়। এমনকি মেলাও বসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে।

বিভিন্ন অঞ্চলের মঠে মন্দিরে কিংবা বনেদি পরিবারে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় রাধাকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব। তবে তা বৃন্দাবনমথুরার ঝুলনের অনুকরণ নয়। বাংলার নিজস্ব ঝুলন উৎসবের রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য। এক এক অঞ্চলে দোল বা দুর্গোৎসবের মতো ঝুলন উৎসবের আকর্ষণ কিছুমাত্র কম নয়। ঝুলনেও দেখা যায় নানা আচার অনুষ্ঠান ও সাবেক প্রথা। ছোট ছোট পুতুল দিয়ে বাচ্চারা ঝুলন সাজায়। বিভিন্ন আচার ও সাবেক প্রথা জড়িয়ে আছে বাঙালি সমাজের এই উৎসরবটির সঙ্গে। তবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছোটদের ঝুলন সাজানোর আকর্ষণ। নানা ধরনের মাটির পুতুল, কাঠের দোলনা আর গাছপালা দিয়ে ঝুলন সাজানোর আকর্ষণ ছোটদের মধ্যেও রয়েছে। কোথাও কোথাও ঝুলন উপলক্ষে চলে নামসংকীর্তন। এই সময় প্রতি দিন ২৫৩০ রকমের ফলের নৈবেদ্য, লুচি, সুজি নিবেদন করা হয়।

ঝুলনযাত্রার তিথি

২৭শে আগস্ট ২০২৩ রবিবার ঝুলনযাত্রা আরম্ভ এবং ৩১শে আগস্ট বুধবার ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। এই চার দিন অত্যন্ত পবিত্র বলে মানা হয়। সকল কৃষ্ণ ভক্তদের জন্য এই সময়ের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। এই পাঁচটা দিনে যে কোনও কাজ করা খুবই শুভ বলে বিশ্বাস করা হয়।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে

একাদশী তিথি আরম্ভ
বাংলা - ৯ ভাদ্র, শনিবার।
ইংরেজি - ২৬ আগস্ট, শনিবার।
সময় - রাত্রি ঘ ১২ টা ১০ মিনিট।
প্রদোষে ইন্দ্রাদিদেব বিহিত শ্রী কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রারম্ভ।
একাদশী তিথি শেষ
বাংলা - ১০ ভাদ্র, রবিবার।
ইংরেজি - ২৭ আগস্ট, রবিবার।
সময় - রাত্রি ৯ টা ৩৩ মিনিট।
শ্রী শ্রী কৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা আরম্ভ

গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা মতে

একাদশী তিথি আরম্ভ -
বাংলা - ৮ ভাদ্র, শনিবার ।
ইংরেজি ২৬ আগস্ট, শনিবার।
সময় - রাত্রি ৭ টা ৪ মিনিট ১৩ সেকেন্ড।
শ্রী শ্রী কৃষ্ণের ইন্দ্রাদিদেব বিহিত ঝুলনযাত্রারম্ভ
একাদশী তিথি শেষ -
বাংলা - ৯ ভাদ্র, রবিবার।
ইংরেজি - ২৭ আগস্ট, রবিবার।
সময় - অপরাহ্ন ৫ টা ১৪ মিনিট ৭ সেকেন্ড।
শ্রী শ্রী কৃষ্ণের গন্ধব্বানুস্থিত ঝুলনযাত্রারম্ভ।

'পুত্র' নামক নরক থেকে পরিত্রাণের 'পুত্রদাএকাদশী' আজ

দুর্গাপুর (নির্মাল্য গাঙ্গুলী) ঃ পুত্রদা একাদশী পালিত হয় একবার শ্রাবণ মাসে এবং দ্বিতীয়বার পৌষ মাসে,উভয় সময় শুক্লপক্ষে। ।হিন্দু ধর্ম মতে, বছরে আসা প্রতিটি একাদশীর নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। পুত্রদা একাদশী সম্পর্কে একটি বিশ্বাস রয়েছে যে এ দিনে উপবাস করলে সন্তানের সুখ পাওয়ার পাশাপাশি সন্তানের জীবনে ঘটে সুখশান্তি,সন্তানদের সকল কষ্ট দূর হয়।পুত্রদা একাদশী যে কোনও দম্পতির জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপবাস যারা একটি সন্তান লাভ করতে চান।। এই দিনে ভগবান বিষ্ণুকে পূর্ণ আচারের সঙ্গে পুজো করা হয়। এই দিনে উপবাস রাখা হয়। সন্তান লাভের কামনায় এই উপবাস রাখা হয়।

পুত্রদা একাদশীর শুভ সময় ঃ পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, এই তিথিটি ২৬ অগস্ট শুক্রবার দুপুর ১২ টা ০৯ মিনিটে শুরু হয়েছেএবং আজ ২৭ অগস্ট শনিবার ০৯ টা ৩৩ মিনিটে শেষ হবে। এবার উদয় তিথির কারণে এই উপবাস ২৬ তারিখের পরিবর্তে ২৭ অগস্ট অর্থাৎ আজ রবিবার পালন করা হচ্ছে। আজ ২৭ অগস্ট সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ রয়েছে। সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ সকাল ৫ টা ৫৬ মিনিটে শুরু হবে এবং সকাল ৭ টা ১৬ মিনিট পর্যন্ত চলবে। তাই এই শুভ সময়ে পুজো করা খুবই ফলদায়ক হবে।আগামীকাল ২৮ অগস্ট সকাল ০৫টা ৫৭ মিনিট থেকে সকাল ৮ টা ৩১ মিনিট পর্যন্ত এই ব্রতের পারণ পালন করা যাবে।

পুত্রদা একাদশী ব্রত পালনের উদ্দেশ্য কি?

নিষ্ঠাসহকারে যারা এই পুত্রদা একাদশী ব্রত পালন করবে, তারা 'পুত' নামক নরক থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। আর এই ব্রত কথা শ্রবণকীর্তনে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এই মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।। পুত্রদা একাদশীর উপবাস নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য শ্রেষ্ঠ একাদশী এবং এই ব্রত পালনের ফলে যোগ্য সন্তান লাভ হয়। তাছাড়া যারা সন্তানদের সুস্থতার জন্য এই ব্রত রাখেন, তাদের সন্তান দীর্ঘায়ু লাভ করে, জীবনে অনেক উন্নতি লাভ করে এবং পরিবারের জন্য খ্যাতি এনে দেয়।

পুত্রদা একাদশী মাহাত্ম্য কথা

'পুত্রদা' একাদশী মাহাত্ম্য ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত আছে।

যুধিষ্ঠির মহারাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, হে জগন্নাথ! পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি? বিধিই বা কি, কোন দেবতা ঐ দিনে পূজিত হন এবং আপনি কার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সেই ব্রতফল প্রদান করেছিলেন কৃপা করে আমাকে সবিস্তারে বর্ণনা করুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হৃদয়ে বললেন, হে মহারাজ! এই একাদশী 'পুত্রদা' নামে প্রসিদ্ধ। সর্বপাপবিনাশিনী ও কামদা এই একাদশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন সিদ্ধিদাতা নারায়ণ! ত্রিলোকে এর মত শ্রেষ্ঠ ব্রত নেই! এই ব্রতকারীকে নারায়ণ বিদ্বান ও যশস্বী করে তোলেন। এখন আমার কাছে পুত্রদা একাদশী ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ভদ্রাবতী রাজ্যে সুকেতুমান নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রানীর নাম ছিল শৈব্যা। রাজদম্পতি বেশ সুখেই দিনযাপন করছিলেন।বংশরক্ষার জন্য বহুদিন ধরে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করেও যখন পুত্রলাভ হল না, তখন রাজা দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন।

বিপুল সম্পত্তি ও সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও পুত্রহীন রাজা ও রানীর মনে কোন সুখ ছিল না। রাজার মাথায় একটা কথায় পাক খেতে থাকে, পুত্রহীন পিতার জন্ম বৃথা ও তার গৃহশূন্য! পিতৃদেবমনুষ্যলোকের কাছে যে ঋণ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তা পুত্র বিনা পরিশোধ করা সম্ভব নয়! পুত্রবিনা পিন্ডদান কে করবে? পুত্রবানজনের এ জগতে যশলাভ ও উত্তম গতি লাভ হয় এবং তাদের আয়ু, আরোগ্য, সম্পত্তি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। নানা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে রাজা রাজপথ ঠিকমতো সামলাতে পারছিলেন না, শেষমেশ আত্মহত্যা করবেন বলে মনস্থির করলেন। কিন্তু পরে বিচার করে দেখলেন - 'আত্মহত্যা মহাপাপ, এর ফলে কেবল দেহের বিনাশমাত্র হবে। কিন্তু আমার পুত্রহীনতা তো দূর হবে না।' তারপর একদিন রাজা রাজপাঠ ছেড়ে নিবিড় বনে গমন করলেন। বন ভ্রমণ করতে করতে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলে রাজা ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হলেন। এদিক ওদিক জলাশয়ের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তিনি চক্রবাক, রাজহংস এবং নানারকম মাছে পরিপূর্ণ একটি মনোরম সরোবর দেখতে পেলেন। সরোবরের কাছে পৌঁছে মুনিদের একটি আশ্রম দেখতে পেয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, সরোবর তীরে মুনিগণ বেদপাঠ করছেন। মুনিবৃন্দের শ্রীচরণে তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম সেরে নিজের পরিচয় দিলেন। মুনিগণ রাজাকে আশ্বস্ত করলেন, হে মহারাজ! আমরা আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। আপনার কি প্রার্থনা বলুন? রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুনিবর! আপনারা কে এবং কি জন্যই বা এখানে সমবেত হয়েছেন? রাজার কৌতূহল জেনে মুনিগণ বললেন, হে মহারাজ! আমরা 'বিশ্বদেব' নামে প্রসিদ্ধ। এই সরোবরে স্নান করতে এসেছি। আজ থেকে পাঁচদিন পরেই মাঘ মাস আরম্ভ হবে। আজ পুত্রদা একাদশী তিথি। পুত্র দান করে বলেই এই একাদশীর নাম 'পুত্রদা'। তাঁদের কথা শুনে রাজার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হল এবং উদগ্রীব কণ্ঠে বললেন, হে মুনিবৃন্দ! আমি অপুত্রক। তাই পুত্র কামনায় অধীর হয়ে পড়েছি। এখন আপনাদের দেখে আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে। এ দুর্ভাগা পুত্রহীনের প্রতি অনুগ্রহ করে একটি পুত্র প্রদান করুন। মুনিগণ আশ্বস্ত করে বললেন, হে মহারাজ! আজ সেই পুত্রদা একাদশী তিথি। তাই এখনই আপনি এই ব্রত পালন করুন। ভগবান শ্রীকেশবের অনুগ্রহে অবশ্যই আপনার পুত্র লাভ হবে। মুনিদের কথা শোনার পর যথাবিধানে রাজা কেবল ফলমূলাদি আহার করে সেই ব্রত অনুষ্ঠান করলেন। দ্বাদশী দিনে উপযুক্ত সময়ে শস্যাদি সহযোগে পারণ করলেন। মুনিদের প্রণাম নিবেদন করে রাজা নিজগৃহে ফিরে এলেন। ব্রতপ্রভাবের ফলে কিছু দিন পর রানী গর্ভধারণ হলেন এবং নয় মাস পর একটি তেজস্বী পুত্র লাভ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজের উদ্দেশ্যে বললেন, হে মহারাজ! এ ব্রত সকলেরই পালন করা কর্তব্য। মানব কল্যাণ কামনায় আপনার কাছে আমি এই ব্রত কথা বর্ণনা করলাম। নিষ্ঠাসহকারে যারা এই পুত্রদা একাদশী ব্রত পালন করবে, তারা 'পুত' নামক নরক থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। আর এই ব্রত কথা শ্রবণকীর্তনে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এই মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।। পুত্রদা একাদশীর উপবাস নিঃসন্তান দম্পতিদের জন্য শ্রেষ্ঠ একাদশী এবং এই ব্রত পালনের ফলে যোগ্য সন্তান লাভ হয়। তাছাড়া যারা সন্তানদের সুস্থতার জন্য এই ব্রত রাখেন, তাদের সন্তান দীর্ঘায়ু লাভ করে, জীবনে অনেক উন্নতি লাভ করে এবং পরিবারের জন্য খ্যাতি এনে দেয়।

পুত্রদা একাদশীর গুরুত্ব ঃ বিশ্বাস অনুযায়ী পুত্রদা একাদশীর উপবাস করলে দারুণ ফল পাওয়া যায়। সন্তানের সুখে কেউ বাধার সম্মুখীন হলে এই উপবাস রাখতে পারেন। সেই সঙ্গে উপবাস পালনের মাধ্যমে শিশুদের সকল কষ্টও দূর হয়। এর সঙ্গে শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

পুত্রদা একাদশী সংকল্প মন্ত্র ঃ একাদশীর দিন ভগবান কৃষ্ণের সম্মুখে আমরা অবশ্যই সংকল্প নেব -

একাদশ্যাম্ নিরাহারঃ স্থিতা অহম্ অপরেহহনি।
ভোক্ষ্যামি পুন্ডরীকাক্ষ স্মরনম্ মে ভবাচ্যুত।।

অনুবাদ ঃহে পুন্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! একাদশীর দিন উপবাস থেকে এই ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে আমি আপনার স্মরণাপন্ন হচ্ছি।

পুত্রদা একাদশীর পুজো পদ্ধতি ঃ সকালে ব্রহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে বাড়ির মন্দিরে দেশি ঘি এর প্রদীপ জ্বালান। এর পর ভগবান বিষ্ণুকে গঙ্গাজল দিয়ে অভিষেক করুন। তারপরে ভগবান বিষ্ণুকে ফুল ও তুলসী নিবেদন করুন। এর পর উপবাসের সংকল্প নিন। এছাড়াও তুলসী মালা দিয়ে ওম বাসুদেবায় নমঃ ১০৮ বার জপ করুন। শেষে ভগবান বিষ্ণুর আরতি করুন। এই দিনে, ঈশ্বরকে শুধুমাত্র সাত্ত্বিক জিনিস নিবেদন করুন। এর সঙ্গে, ভগবান বিষ্ণুর ভোগে অবশ্যই তুলসী পত্রকে অন্তর্ভুক্ত করুন। এই দিন রবিবার হয়, তাই আগে থেকে তুলসী পাতা ছিঁড়ে রাখুন।

একাদশী তিথির পরদিন উপবাস ব্রত ভাঙার পর অর্থাৎ, উপবাসের পরদিন সকালে যে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া থাকে, সেই সময়ের মধ্যে পঞ্চ রবিশস্য ভগবানকে ভোগ নিবেদন করে একাদশীর পারণ মন্ত্র তিনবার ভক্তিভরে পাঠ করতে হয়। এরপর প্রসাদ গ্রহণ করে পারণ করা একান্ত ভাবে দরকার, নতুবা একাদশীর পূর্ণ ফল লাভ হবে না। আর অবশ্যই একাদশীর আগের দিন ও পরের দিন নিরামিষ প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে।

একাদশীর পারণ মন্ত্রঃ -

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ব্রতেনানেন কেশব।
প্রসীদ সুমুখ নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব।। -
(বৃ.না.পু.২১২০)

অনুবাদ ঃ হে কেশব! আমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে নিমজ্জিত আছি। হে নাথ! এই ব্রত দ্বারা আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করুন।

সম্পাদকীয়

কোরআন পোড়ানোর বিরুদ্ধে নতুন আইন করতে যাচ্ছে ডেনমার্ক

প্রকাশ্যে কোরআন পোড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নতুন একটি আইনের প্রস্তাব করা হয়েছে ডেনমার্কে। প্রকাশ্যে কোরআন পোড়ানো এবং এর জের ধরে মুসলিম বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়ার পর নতুন আইনের উদ্যোগ নিয়েছে ডেনমার্ক সরকার। তবে প্রতিবেশী সুইডেন বলছে, তারা এখনো এমন কোনো চিন্তা করছে না। দেশটির বিচারমন্ত্রী পিটার হামেলগার্ড বলেছেন এসব ঘটনায় ডেনমার্কের ক্ষতি হয়েছে এবং দেশটির নাগরিকদের নিরাপত্তায় ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে কোরআন বা বাইবেল নিয়ে অসদাচরণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে দুবছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশটির মধ্যডানপন্থী সরকার বলছে এর মধ্য দিয়ে তারা বিশ্বকে একটি বার্তা দিতে চান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী লারস লক রাসমুসেন বলেছেন, ডেনমার্কে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ১৭০টি বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বিদেশী দূতাবাসের সামনে কোরআনের কয়েকটি কপি পোড়ানোর ঘটনাও আছে। দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা সতর্ক করে বলেছে সর্বশেষ ঘটনাগুলো সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। ডেনমার্কের

প্রতিবেশী সুইডেনেও কোরআন পোড়ানোর কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। দেশটির নিরাপত্তা সংস্থা নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবনতির আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। গত জুলাইয়ে ইরাকে সুইডিশ দূতাবাসে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। উদারপন্থী আইন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার কারণে ডেনমার্ক ও সুইডেন প্রকাশ্যে কোরআন পোড়ানোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করছিল। সুইডেন ১৯৭০ এর দশকে ব্লাসফেমি আইন বাতিল করে দেয়। জুলাইয়ের শেষ নাগাদ কোরআন পোড়ানোর ঘটনার পরেই কোপেনহেগেন এ বিষয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ওআইসি যেসব দেশে কোরআন পোড়ানোর ঘটনা ঘটে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলেছে সদস্য দেশগুলোকে। এরপরই ডেনমার্কের বিচারমন্ত্রী আইনে পরিবর্তন আনার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেন। তবে এতে মৌখিক বা লিখিত মতামত বা ব্যঙ্গচিত্রকে কোনো টার্গেট করা হয়নি। তবে তিনি বলেছেন ধর্মীয় লেখা পোড়ানো হলে সেটি কোন লক্ষ্য অর্জন করে না বরং শুধু বিভক্তি আর ঘৃণা ছড়ায়। আপনার মত প্রকাশের অধিকারই আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি। তবে আপনাকেও দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে, বলছিলেন উপপ্রধানমন্ত্রী জ্যাকব এলম্যান জেনসেন। তিনি বলেন, কোরআন পোড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডেনমার্কের জন্য নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হলে তারা চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন বলেছেন, স্টকহোম তার প্রতিবেশী দেশের মতো কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না, কারণ এতে করে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। তবে দেশটির বিচারমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ‘পাবলিক অর্ডার ল’ রিভিউ করার একটি সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন। ওদিকে ডেনমার্কের মন্ত্রীরা জানিয়েছেন, পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে নতুন আইনটির প্রস্তাব উত্থাপন করতে চান তারা। এ আইনের একটি ধারায় কোনো বিদেশী রাষ্ট্র, পতাকা বা অন্য কোনো প্রতীকের প্রকাশ্য অবমাননাকেও শাস্তির আওতায় আনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত মাসেও ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ইরাকের দূতাবাসের বাইরে কোরআনে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। ড্যানিশ প্যাট্রিয়ট নামে একটি গোষ্ঠী এই ঘটনা ঘটালে তীব্র নিন্দা জানায় ইরাক ও কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। কট্টর ডানপন্থী ওই গোষ্ঠী ফেসবুকে এমন আরেকটি ঘটনার লাইভস্ট্রিমিং বা সরাসরি সম্প্রচার করে। ওই ঘটনার পর প্রায় এক হাজার বিক্ষোভকারী বাগদাদে ডেনমার্ক দূতাবাসের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে পরিকল্পিতভাবে একটি কোরআন পোড়ানোর ঘটনার পর গত মাসে বাগদাদে সুইডেনের দূতাবাসে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারী জনতা। সে সময় তারা দূতাবাসের দেয়াল বেয়ে ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে এবং আগুন দেয়। এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার কোরআন পোড়ানোর ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে তারা।

ভারতীয় স্বামীকে ফিরে পেতে উত্তর প্রদেশ পুলিশের দ্বারস্থ বাংলাদেশের সোনিয়া

বাংলাদেশের নাগরিক সোনিয়া আক্তার ও ভারতের নাগরিক সৌরভকান্ত তিওয়ারি বিয়ে করেছিলেন ২০২১ সালের ১৪ই এপ্রিল। সোনিয়া আক্তারের অভিযোগ হচ্ছে মি. তিওয়ারি বাংলাদেশে ‘স্ত্রী ও সন্তান ফেলে’ ভারতে চলে গেছেন। এজন্য স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে সোনিয়া আক্তার এখন ভারতে গিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন।

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশি সোনিয়া আখতারকে বিয়ে করার আগে ভারতে মি. তিওয়ারির স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে।

মি. তিওয়ারি জানান, ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে একটি সংস্থার ঢাকা অফিসে চাকরী করতেন তিনি। সেই সূত্রেই সোনিয়া আখতারের সঙ্গে তার পরিচয়।

সোনিয়া আক্তার ও সৌরভকান্ত তিওয়ারির মধ্যে এখন চলছে অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ। মি. তিওয়ারি অভিযোগ করছেন, বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় তাকে ‘জোর করে বিয়ে’ করেছেন সোনিয়া আক্তার। অন্যদিকে সোনিয়া আক্তারের অভিযোগ হচ্ছে, ভারতীয় নাগরিক মি. তিওয়ারি ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় তাকে ‘মিথ্যা কথা বলে ও ফুঁসলিয়ে’ বিয়ে করেছেন।

সোনিয়া আখতারের আইনজীবি ওই দম্পতির, তাদের শিশুসন্তান সহ বেশ কিছু ছবি দিয়েছেন বিবিসিকে, সঙ্গে পাঠিয়েছেন মি. তিওয়ারির ধর্ম পরিবর্তন ও বিয়ের কাগজপত্র।

মিজ আখতার পুলিশের কাছে যে বয়ান দিয়েছেন, তাতে তিনি জানিয়েছেন যে বছর তিনেক আগে সে।রভকান্ত তিওয়ারির সঙ্গে তার বিয়ে হয়, কিন্তু তিনি স্ত্রী সন্তানকে ঢাকাতেই ছেড়ে দিয়ে ভারতে চলে এসেছেন।

স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তিনি বৈধ পাসপোর্ট ভিসা নিয়েই ভারতে এসেছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নয়ডার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (মধ্য নয়ডা) রাজীব দীক্ষিত সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ওই বাংলাদেশি নাগরিক ‘মহিলা থানা’তে অভিযোগ করেছেন এখানকার সুরজপুর এলাকার বাসিন্দা সৌরভকান্ত তিওয়ারির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। তবে পরে তিনি তাকে ছেড়ে দিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। মি. তিওয়ারির আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বলেও তিনি জানিয়েছেন।

মি. দীক্ষিত বলেছেন যে ওই বাংলাদেশি নারী তার এবং তার সন্তানের ভিসা, পাসপোর্টের তথ্য এবং বাংলাদেশি নাগরিক পরিচয় পত্রও জমা দিয়েছেন পুলিশের কাছে। নথিপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশে তাদের বিয়ে হয়েছিল। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সহকারী কমিশনার (নারী ও শিশু সুরক্ষা)’কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সোনিয়া আখতারকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, উনি এখন রাজী হচ্ছেন না, তার বাড়িতেও আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন না। আমি একজন বাংলাদেশি। প্রায় তিন বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়। আমি শুধু সন্তানকে নিয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে থাকতে চাই।

মি. তিওয়ারি তার কাহিনী জানানোর সময় দাবি করেছিলেন যে সব তথ্যপ্রমাণ তার কাছে রয়েছে এবং সেগুলি তিনি বিবিসিকে দেবেন। বারবার তাকে হোয়াটস্‌অ্যাপ মেসেজ করে তথ্যপ্রমান দেওয়ার কথা মনে করানো সত্ত্বেও তিনি সেগুলি দেননি।

কিন্তু মি. তিওয়ারি সোনিয়া আক্তার ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ তুলছেন।

ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে জোর করে আমাকে বিয়ে দেওয়ানো হয়েছে। লাখ লাখ টাকা নিয়েছে ও এবং ওর পরিবার। এখনও এক কোটি টাকা দাবি করছে, অভিযোগ করেন মি. তিওয়ারি।

মি. তিওয়ারি বলছেন, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় সোনিয়া আক্তারের সাথে তার পরিচয় হয়।

আমার দপ্তরে উনি এসেছিলেন কিছু বিপণনের ব্যাপারে। আমাদের সংস্থার সেটির প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তারপর থেকে তিনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে থাকেন, ফোনে যোগাযোগ করতে থাকেন। মেসেজ এবং কল করতে থাকেন। তারপরে বাড়িতেও আসা যাওয়া শুরু করে দেন। এরপরে রীতিমতো ভয় দেখিয়ে আমার ধর্ম পরিবর্তন করে বিয়ে দেওয়া হয়।

সেটা ছিল ২০২১ সালের ১৪ই এপ্রিল। বসুন্ধরা এলাকায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়ায় নিয়েছিলাম, সেখানে আমার সঙ্গেই থাকতেন তিনি

বিবিসির তরফ থেকে মি. তিওয়ারির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে ‘ভয় দেখিয়ে ধর্ম পরিবর্তন করা’ এবং ‘বিয়ে দেওয়ার’ পরে তিনি কি ঢাকায় পুলিশ অথবা ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন? তিনি কি ভারতে তার পরিবারকে জানিয়েছিলেন বিষয়টি?

এর উত্তরে মি. তিওয়ারি বলেন যে তিনি ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসে গিয়েছিলেন বিষয়টি জানাতে। সেখান থেকে তাকে একটি ফর্ম দিয়ে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল।

আমি সেই ফর্মটি পূরণ করার পরেও সোনিয়া আমার ফোন হ্যাক করে বিষয়টা জেনে ফেলেন। এদিকে করোনার জন্য সীমান্ত বন্ধ ছিল। আমি দেশেও আসতে পারি নি। আবার ভারতে আমার স্ত্রী, সন্তানের ভয়াবহ করোনা হয়েছিল, আমার মা করোনায় মারাও যান। তাই ভারতে আমার পরিবারকে বিষয়টা জানিয়ে তাদের মানসিক চাপ বাড়াতে চাইনি, বলছিলেন মি. তিওয়ারি।

তিনি আরো অভিযোগ করেন, সোনিয়া আক্তারের পরিবার তার কাছ থেকে আর্থিকভাবে অনেক সুবিধা নিয়েছেন এবং এখনো মোটা অংকের টাকা দাবি করছেন। থেকে মোটা অংকের টাকা দাবি

মি. তিওয়ারি দাবি করেন, গত ৫ই অগাস্ট তিনি ঢাকায় ডিভোর্সের মামলা দায়ের করেছেন। ন্ত তিওয়ারি।

মি. তিওয়ারির স্ত্রী রচনা তিওয়ারি একজন সরকারী স্কুল শিক্ষিকা। তার স্বামীর যখন সাথে কথা বলছিলেন, তখন তিনি পাশেই ছিলেন।

মিসেস তিওয়ারি বলছিলেন, ওর সঙ্গে রোজই একাধিকবার কথা হত। আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নি প্রথমে। অনেক রাত করে বাড়ি ফিরত, আবার খুব সকালে বেরিয়ে যেত। কিন্তু এর বাইরে কিছুই জানায় নি আমাকে।

তার কথায়, সম্ভবত করোনা, আমার শাশুড়ির মৃত্যু এসবের জন্য কিছু বলেনি। কিন্তু একটা সন্দেহ আমার হত, কারণ অত রাতে বাড়ি ফিরে কীভাবে নিজে রান্না করে খাবে, আবার সকালে বেরিয়ে যাচ্ছে। কখনও মনে হত যে ও যেন খোলাখুলি কথা বলতে পারছে না। তবে আমি যখন ঢাকায় গেলাম, তখন পুরো বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার হয়।

দীর্ঘ চেষ্টার পরে কথা বলে সোনিয়া আখতারের আইনজীবি রেনু সিংয়ের সঙ্গে। সৌরভকান্ত তিওয়ারি ও তার স্ত্রীর তোলা প্রতিটি অভিযোগই খন্ডন করেছেন মিজ সিং। তিনি দাবি করেন মি. তিওয়ারি সব ব্যাপারে মিথ্যা দাবি করছেন।

তিনি যে বলছেন জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করানো হয়েছে, জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, আচ্ছা, তাহলে যে সন্তানটি হয়েছে তাদের, সেটাও কি জোর করেই করানো হয়েছে? জবরদস্তি করে কি এটা করা সম্ভব? প্রশ্ন তোলেন রেনু সিং।

আসলে মি. তিওয়ারি প্রথম থেকেই মিথ্যা কথা বলে আসছেন। তিনি আমার মক্কেলকে বলেছিলেন যে ভারতে তার স্ত্রী মারা গেছেন। সব তথ্য গোপন করে তিনি সোনিয়াকে ফুঁসলিয়ে বিয়ে করেছেন, সন্তানের জন্ম দিয়েছেন।

এখন তাদের ছেড়ে দিয়ে তিনি ভারতে চলে এসেছেন। তাদের দুজনের প্রচুর ছবি রয়েছে, যেগুলো দেখলে সবাই বুঝতে পারবে যে মি. তিওয়ারি মুখে চোখে কোথাও কোনও জোর জবরদস্তি বা ভয়ের ছাপ নেই। সুখী দম্পতির ছবি ওগুলো।

মিজ সিংকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সম্পর্ক তৈরি বা বিয়ের আগে তার মক্কেল কি মি. তিওয়ারির ব্যাপারে কোনও খোঁজখবর নেননি?

রেণু সিংয়ের জবাব ছিল, ওই সংস্থায় নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে তো বিয়ের পরে সোনিয়ার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন মি. তিওয়ারি। তাকে আসলে বিশ্বাস করেছিলেন সোনিয়া। ভারতে তার যে স্ত্রী এবং দুই সন্তান রয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ঢাকা থেকে ফোনে কথা বলতেন ভারতে তার স্ত্রীর সঙ্গে, তখন শুনে ফেলেন সোনিয়া। তারপরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়।

আইনজীবী রেনু সিং বলেন, তার মক্কেল সোনিয়া আক্তার কোন টাকা দাবি করেননি এবং অতীতেও মি. তিওয়ারির কাছ থেকে কোন আর্থিক সুবিধা নেননি।

স্বামী যাতে তাদের সন্তানের দায়িত্ব নেন, সেটাই দাবি তার, বলেন আইনজীবী রেনু সিং।

জানা অজানা

ভগবানের নাম সবাই করে না

সুনীল কুমার দে

এই পৃথিবীতে সবাই ভগবানের নাম সবাই করে না।আগেও করতো না,আজও করে না আবার ভবিষ্যতেও করবে না।তিনি যাকে দিয়ে তাঁর নাম করাবেন সেই করবে।সবাই তাঁর নাম নিলে বা করলে তাঁর সৃষ্টি চলবে না।তাই ভক্ত ও অভক্ত,পাপী ও ধার্মিক,আস্তিক ও নাস্তিক সবদিন ছিলো,আজও আছে আবার ভবিষ্যতেও থাকবে।সবাই কে যদি তিনি জ্ঞান ও ভক্তি প্রদান করেন তাহলে তাঁর এই মায়ার সংসার অচল হয়ে যাবে।তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন,,হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একজন আমার ভক্ত হয় আবার হাজার হাজার ভক্তের মধ্যে আমাকে একজন পায় বা আমাকে জানতে পারে।তাহলেই বোঝা যাচ্ছে ভগবানের রাস্তা টি কত কঠিন।তাই ভগবান মানুষ কে মোহ,মায়া,সুখ,ধন, দৌলত,প্রভৃতি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন যাতে মানুষ এ সব ছেড়ে ভগবানের নাম না করে।কারণ কেউ যদি তাঁর নাম করে ও তাঁর ভজনা করে তাহলে ভগবান কে ও তাঁর কথা চিন্তা করতে হবে ও তাঁর ভার নিতে হবে।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব এই বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প বলতেন।একজন চাষির একটি ধানের মোরুই ছিলো।সেই মোরুই এর সন্ধ্যান যাতে ইঁদুরেরা না পায় তারজন্য একটি কুলোয় চাষী কিছু ধান রেখে দিতো।ইঁদুরেরা কুলোয় ধান খেতেই রয়ে যেতো তারা মোরুই এর ধানের সন্ধ্যান আর পেতো না।এখানে কুলোর ধান হলো কাম ও কাঞ্চন আর মরুই এর ধান হলো ভগবানের নাম। বেশির ভাগ মানুষ এই পৃথিবীতে কাম ও কাঞ্চন নিয়েই মেতে আছে ভগবানের নাম তারা করে না।ভগবান যাকে কৃপা করেন সেই তাঁর নাম করে ও তাঁর দেখা পায়।সেই ভক্তি ও মুক্তির অধিকারী হয়।

তুমি যদি মার তবে ডাকবো কাকে

সুনীল কুমার দে

আজ একটু রাম কথা পরিবেশন করবো।তখন সীতা হরণ হয়ে গেছে।আমি এখানে সীতা হরণ বলবো না।কারণ সীতা স্বয়ং লক্ষী তাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য কার।এখানে সীতা মা মানবী রূপে দেখালেন অতিথি নারায়ণ,তাকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দিতে নেই তাই লক্ষ্মণ রেখা পেরিয়ে বিপদ হবে জেনেও সাধুকে ভিক্ষা দিলেন।আর দ্বিতীয়ত দেবী হিসাবে তিনি জানেন রাবন স্বর্গের অভিশপ্ত দ্বারী জয়, তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছে রাক্ষস বংশ উদ্ধার করানোর জন্য।তাছাড়া যিনি কালি রূপে ক্ষার্তবিরজ্যা অর্জুন কে বধ করেছেন তার রাবন কে মারতে কত সময় লাগতো কিন্তু এটা তাঁদের মানবীয় লীলা তাই সীতা দেবী জেনে শুনেই রাবনের সাথে গেলেন তাদের কে উদ্ধার করার জন্য ।আর রাবণ ও জানে সীতা স্বয়ং লক্ষী,তাই লক্ষীকে নিয়ে গেলে নারায়ণ ও আসবেন ।তখন তার উদ্ধার হবে।তাই রাবন আগে লক্ষীকে নিয়ে গেলেন।কিছু দিগধ্বজ পন্ডিতেরা বলেন,,রাম মোটেই ভগবান নন কেন না তিনি তাঁর স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারেন নি।ভগবান যখন নর লীলা করেন তখন সাধারণ মানুষের মতো আচার আচরণ করেন নইলে সবাই যে তাঁকে চিনে ফেলবে তখন আর লীলা চলবে না।তাই প্রভু রামচন্দ্র সীতা বিয়োগে কাঁদছেন।জঙ্গলে জঙ্গলে ভাই লক্ষ্মণ এর সাথে সীতা কে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।খুঁজতে খুঁজতে পম্পা সরোবরে এসে হাজির হলেন।মনে চান করার ইচ্ছে জাগলো।তাই তীরগুলোকে একটা গর্তের মধ্যে গেড়ে দিয়ে জলে নামলেন।সেই গর্তে একটা বড় ব্যাঙ ছিল।তীর গুলো তার শরীরে বিদ্ধ হয়ে গেল ও তার শরীর কে রক্তাক্ত করে দিলো।প্রভু রামচন্দ্র চান করে যখন তীর গুলো কে টানতে গেলেন তখন রক্তাক্ত ব্যাঙ ও উপরে চলে এলো।ব্যাঙের এই অবস্থা দেখে রামচন্দ্র বললেন,, কিরে,অন্য দিন সাপ তাড়া করলে রাম রক্ষা করো বলে তুই চিৎকার করিস অথচ আজ তোর শরীরে তীর বিদ্ধ হয়ে গেল তবু তুই চুপ করে আছিস কেন ?ব্যাঙবললো,,প্রভু,অন্য দিন সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য রাম এসে রক্ষা করবে বলে রাম কে ডাকি কিন্তু আজ রাম স্বয়ং আমাকে মারছেন তাই আজ আর কাকে ডাকবো।মারে হরি তো রাখে কে।এই বলে ব্যাঙ নীরব হয়ে গেল।প্রভুর লীলা কে বুঝবে।হয়তো প্রভু আজ অভিশপ্ত ব্যাঙ কে মুক্তি দিলেন।তাই ভগবানের লীলা বোঝা বড় কঠিন।আমরা সাধারণ জীব প্রভুর নর লীলা বুঝবো কেমন করে তিনি না বুঝালে পরে।তিনি যদি স্বয়ং মারেন তবে ডাকবো কাকে?

সাময়িকী

চাঁদে অবতরণ ভারতকে ভূরাজনীতিতে কী সুবিধা দিত পারে?

১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই চাঁদের বুকে প্রথম মহাকাশচারী নিইল আর্মস্ট্রং সেখানে পা রেখেই বলেছিলেন, এটা একজন মানুষের ছোট একটা পদক্ষেপ হতে পারে, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির জন্য বিরাট একটা লাফ!বিশ্বের মহাকাশচর্চার ইতিহাসে ওই বাক্যটি প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। সেই ঘটনার অর্ধশতাব্দীরও বেশি পরে ভারতের চন্দ্রযানথ্রি বুধবার সন্ধ্যায় চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে

শুভজ্যোতি ঘোষ
কলামিস্ট

নেমেছে ‑ আর ‘বিক্রম’ ল্যান্ডারের ঢাল বেয়ে নেমে এসে মুন রোভার ‘প্রজ্ঞান’ও অতি ধীরে ধীরে চাঁদের বুকে তার পদচারণা শুরু করেছে। প্রজ্ঞান হয়তো সেকেন্ডে বড়জোর এক সেন্টিমিটারই এগোতে পারছে, কিন্তু চাঁদের বুকে এই ছোট্ট পদক্ষেপ যে ভারতের জন্য ভূরাজনীতি ও চান্দ্র অর্থনীতিতে (‘লুনার ইকোনমি’) একটা ‘বিরাট লাফ’ ‑ তা নিয়ে পর্যবেক্ষকদের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। আন্তর্জাতিক সাময়িকী ফরেন পলিসি যেমন সোজাসুজি লিখেছে, ‘ভারতের মুন ল্যান্ডিং আসলেই একটি বিরাট জিওপলিটিক্যাল স্টেপ!
বিশ্বের বহু দেশ এখন মহাকাশচর্চার বিভিন্ন মাইলফলক স্পর্শ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করছে।

বিশেষ করে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অভিযান চালানোর জন্য ভারত ছাড়াও রাশিয়া, চীন বা আমেরিকা ‑ প্রত্যেকেই চেষ্টা চালাচ্ছে। সেই পটভূমিতে ভারতের এই নজিরবিহীন সাফল্য তাদের জন্য বিভিন্ন নতুন নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দেবে বলেও মনে করা হচ্ছে। ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং তো ইতিমধ্যেই পূর্বাভাস করে রেখেছেন, আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের স্পেস সেক্টর বা মহাকাশ খাত এক ট্রিলিয়ন (এক লক্ষ কোটি) ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে। এই খাতের বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করছেন, চন্দ্রযানথ্রির অভূতপূর্ব সাফল্যের পর ভারতের পক্ষে সেটা মোটেই অসম্ভব নয়। তক্ষশীলা ইনস্টিটিউটে মহাকাশ ও ভূরাজনীতির গবেষক আদিত্য রামানাথন যেমন মনে করছেন, এই সাফল্য ভারতের তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশকে মহাকাশচর্চায় উৎসাহিত করবে এবং তারা এটাকে পেশা হিসেবেও নিতে চাইবেন।

চন্দ্রযানের এই অর্জনের ভিত্তিতে ভারতকে এখন ‘লুনার জিওপলিটিক্স’ বা ‘চান্দ্রেয় ভূরাজনীতি’র জন্যও নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় এক নিবন্ধে লিখেছেন মি রামানাথন। চাঁদের বুকে বিপুল পরিমাণে মূল্যবান খনিজ বা প্রচুর পরিমাণ জ্বালানির উৎসের সন্ধান মিলতে পারে ‑ এই সম্ভাবনাও সাম্প্রতিককালে বহু দেশকে চন্দ্র অভিযানে আকৃষ্ট করেছে। এই পটভূমিতে ভারতীয় মহাকাশযান চন্দ্রযানথ্রির সাফল্য ভারতকে ‘পোল পোজিশনে’ নিয়ে আসবে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক দৌড়ে এগিয়ে রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন আর আমেরিকার মধ্যে চাঁদে আগে কে পৌঁছতে পারে, সেই বিখ্যাত দৌড়ের প্রায় ছয় দশক পরে চাঁদকে কেন্দ্র করে আবার নতুন করে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এবারে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হল চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চল ‑ যেখানে বিজ্ঞানীরা জল বা বরফের অস্তিত্ব আছে বলে প্রমাণ পেয়েছেন। রাশিয়া যেমন প্রায় ৪৭ বছর পর চলতি মাসেই তাদের প্রথম লুনার মিশন লঞ্চ করেছিল, যদিও গত রবিবার (২০ অগাস্ট) সেই লুনা২৫ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণে ব্যর্থ হয়। এর তিনদিন পরেই সেখানে নামে ভারতের চন্দ্রযানথ্রি। আমেরিকা আবার ২০২৫ সালে মধ্যেই ওই এলাকাতে প্রথমবারের মতো মহাকাশচারীদের নামানোর পরিকল্পনা করছে ‑ আর তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে পুরো দমে। এই দশক শেষ হওয়ার আগেই চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নভোচারীসমেত ও নভোচারীছাড়া মহাকাশযান নামানোর পরিকল্পনা আছে চীনেরও। এছাড়া ইসরায়েল, জাপান বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো আরও নানা দেশই সম্প্রতি চাঁদে অভিযান চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে, যদিও তার সবগুলোই প্রথম পর্যায়েই ব্যর্থতার মুখ দেখেছে। দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে এই আগ্রহের বড় কারণ হল ওখানে সত্যিই জল পাওয়া গেলে তা রকেটের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এমন কী, পর্যাপ্ত জলের জোগান নিশ্চিত হলে চাঁদের বুকে একটি স্থায়ী স্টেশন (পার্মানেন্ট বেস) ‑ কিংবা মঙ্গলগ্রহ বা আরও দূরে অভিযান চালানোর জন্য লঞ্চপ্যাডও স্থাপন করা যেতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। নাসার শীর্ষ কর্মকর্তা বিল নেলসনও সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সত্যিই জল পাওয়া গেলে তা ভবিষ্যতের মহাকাশচারী ও স্পেসক্র্যাফটগুলোর খুবই কাজে আসবে। কিন্তু ওই এলাকায় যদি চীন প্রথম তাদের কোনও মহাকাশচারীকে নামাতে পারে, তারা চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ওপর নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এই ধরনের প্রতিযোগিতা অচিরেই শুরু হতে পারে, এটা আশঙ্কা করেই যুক্তরাষ্ট্র ২০২০ সালে ‘আর্মেটিস অ্যাকর্ডসে’র অবতারণা করেছিল, যে চুক্তিতে শরিক দেশগুলো মহাকাশচর্চার ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতি ও সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার অঙ্গীকার করে থাকে। পৃথিবীর বহু দেশই এই সমঝোতায় সামিল হয়েছে। গত জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় ভারতও এই অ্যাকর্ডে সই করেছে। কিন্তু চীন ও রাশিয়ার মতো দুটি বড় ‘স্পেস পাওয়ার’ এখনও এই সমঝোতার শরিক হয়নি। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করছেন, দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের ক্ষেত্রে চন্দ্রযানথ্রির সাফল্য চাঁদকে ঘিরে এই নতুন ‘স্পেস রেস’কেই আরও ত্বরান্বিত করবে ‑ এবং ‘ফার্স্ট অ্যাচিভার’ (প্রথম অর্জনকারী) হিসেবে ভারত সেখানে অবশ্যই কিছু অ্যাডভান্টেজ পাবে। ভারতের এই সফল চন্দ্র অভিযান ভারতকে তো বটেই, তার সঙ্গে বৃহত্তর বিশ্বকেও নানা ধরনের সুবিধা এনে দেবে বলে মনে করছেন উইলসন সেন্টারে সাউথ এশিয়া সেন্টারের অধিকর্তা মাইকেল কুগেলম্যান। ‘ফরেন পলিসি’তে তিনি লিখেছেন, যে চলমান মহাকাশ গবেষণা কমিউনিকেশন ডেভেলপমেন্ট ও রিমোট সেন্সিং টেকনোলজির প্রসারে প্রভূত সাহায্য করেছে, তা এখন আরও বিস্তৃত হবে। নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, ভারতের মহাকাশ গবেষণা অতীতে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর মনিটর করতে এবং পৃথিবীতে আবহাওয়ার ধাঁচ (ওয়েদার প্যাটার্ন) পূর্বাভাস করতে খুবই কাজে এসেছে। বিশেষ করে যে সব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপদের আশঙ্কায়, তাদের জন্য এই সব তথ্যউপাত্ত খুবই কার্যকরী হবে বলেও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। ভারতের স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কট্যাঙ্ক অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষক রাজি রাজাগোপালনও বিবিসিকে বলেছেন, ভারতের এই সাফল্য নানা দিক থেকেই বিশ্বের মহাকাশচর্চায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে রাজ্যে পুনরায় চার জেলা গঠন করার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

নতুন করে ৮১ টি উপজেলা, সদর জেলা গঠন, ২৪ টি মহকুমা বিলুপ্তি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিলুপ্তি করে দেওয়া রাজ্যের চারটি জেলা হোজাই, বিশ্বনাথ, তামুলপুর, বজালি ফের গঠন করার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন তিনি। তাছাড়া রাজ্যের ২৪ টি মহকুমা বিলুপ্তি করে নতুন করে ৮১ টি উপজেলা, সদর জেলা গঠন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। এরমধ্যে কাছাড় জেলায় শিলচর সদর জেলা ছাড়া ছয়টি উপজেলা, করিমগঞ্জ জেলায় উত্তর করিমগঞ্জ সদর জেলা ছাড়াও তিনটি উপজেলা এবং হাইলাকান্দি জেলায় হাইলাকান্দি সদর জেলা ছাড়াও দুটি উপজেলা গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্গঠনের অধিসূচনা জারি করার একদিন আগে অর্থাৎ ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর হোজাই, বিশ্বনাথ, তামুলপুর, বজালি এই চারটি জেলা বিলুপ্ত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া এর সঙ্গে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন নির্বাচন কমিশনের ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর তিনি ফের এই জেলাগুলো পুনর্গঠন করে দেবেন। সেই সময়ে উল্লেখিত জেলাগুলো থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ করেছিলেন স্থানীয় এলাকাবাসী। সেই প্রতিবাদগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জেলাগুলো ফের গঠন করে দেওয়া হবে। যেহেতু নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে। এর ফলে অবশেষে বিলুপ্তি করা চারটি জেলা পুনরায় গঠন করার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। পুনরায় জেলা ঘটনার ঘোষণার পরেই স্থানীয় এলাকাবাসী খুশিতে উৎফুল্লিত হয়ে পড়েন। বাজি ফটকা ফুটিয়ে, নিজেদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে চারটি জেলার স্থানীয় এলাকাবাসীর নিজেদের খুশি প্রকাশ করেছেন।

গুয়াহাটি মহানগরের খারগুলি স্থিত রাজ্য অতিথিশালায় শুক্রবার সরকারের ১০০ সংখ্যক কেবিনেট বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মন্ত্রিসভার বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল নতুন চারটি জেলা পুনর্গঠন, নতুন করে ৮১ টি উপজেলা, সদর জেলা গঠন, ২৪ টি মহকুমা বিলুপ্তিকরণ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত। কেবিনেট বৈঠকের পর সেখানে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার জন্য চারটি জেলা বিলুপ্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই জেলাগুলো পুনরায় ফিরিয়ে দেবেন। সেই হিসাবে এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন পূর্বের তুলনায় বর্তমান জেলাগুলোর ভৌগলিক সীমানা ভিন্ন হবে। নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনে চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী পুনরায় গঠিত এই চার জেলার সীমানা পরিবর্তন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের চূড়ান্ত তালিকা অনুসারে বিন্নাকান্দি, লামডিং এবং হোজাই বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে হোজাই জেলা গঠন করা হবে। শংকরদেব নগর এই জেলার সদর হিসেবে থাকবে। একইভাবে বিশ্বনাথ, গহপুর এবং বিহালি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠন হবে বিশ্বনাথ জেলা। আগে বিশ্বনাথ জেলায় চতিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের একটি ভাগ ছিল। কিন্তু পুনর্গঠনের পর যেহেতু বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর সীমানা পরিবর্তন হয়েছে ফলে এবার বিশ্বনাথ জেলা শুধুমাত্র এই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত হবে। এই জেলার সদর হিসেবে থাকবে বিশ্বনাথ। তাছাড়া তামুলপুর এবং গোড়েশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে তামুলপুর জেলা গঠন করা হবে। তামুলপুর এই জেলার সদর হবে। একইভাবে বজালি এবং ভবানীপুর সরভোগ এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে বজালি জেলা গঠন করা হবে। তাছাড়া বজালি এই জেলার সদর হিসাবে থাকবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যের ২৪ টি মহকুমা অর্থাৎ সিভিল সাব ডিভিশন বিলুপ্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে রাজ্যে নতুন করে ৮১ টি উপজেলা গঠন করা হবে। অর্থাৎ মহকুমা ব্যবস্থাটিকে উপজেলাতে রূপান্তর করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান বরাক উপত্যকায় কাছাড় জেলায় শিলচর সদর জেলা ছাড়া ছয়টি উপজেলা গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ছয়টি উপজেলা মধ্যে রয়েছে লক্ষ্মীপুর, সোনাই, উদারবন্দ, কাটিগড়া, ধলাই এবং বড়খলা। একইভাবে করিমগঞ্জ জেলায় উত্তর করিমগঞ্জ সদর জেলা ছাড়াও তিনটি উপজেলা গঠন করা হয়েছে। এই উপজেলা গুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ করিমগঞ্জ, রামকৃষ্ণ নগর এবং পাথারকান্দি। তাছাড়া হাইলাকান্দি জেলায় হাইলাকান্দি সদর জেলা ছাড়াও দুটি উপজেলা ক্রমে আলগাপুর এবং কাটলিছড়া গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা।

একইভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রতিটি জেলার অধীনে উপজেলা গঠন করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মহকুমার পরিবর্তে উপজেলা গঠন করার ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নতি সাধন হয়েছে। প্রতিটি উপজেলার দায়িত্বে থাকবেন একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক। তাছাড়া এই অতিরিক্ত জেলাশাসকের অধীনে কাজ করবেন মহকুমাধিপতি এবং বিডিও। অর্থাৎ একটি উপজেলার মোট দায়িত্বে থাকবেন এডিসি, এসডিসি এবং বিডিও। নতুন উপজেলা গঠন করা হলেও এর জন্য নিযুক্তির প্রযোজন হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন পদোন্নতির মাধ্যমে এই উপজেলা গুলোর নিযোগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। অসম সচিবালয়ে থাকা তথ্য এবং জনসম্পর্ক ইত্যাদি কয়েকটি বিভাগ ছাড়া রাজ্যের অন্যান্য প্রতিটি জনসংযোগী বিভাগের একটি করে কার্যালয় এই উপজেলা গুলোতে থাকবে। একজন জেলাশাসক নিজের জেলার ভিতরে কর্মচারীদের বদলিকরণের ক্ষেত্র সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তাছাড়া রাজ্যে গঠন হওয়া ৩৪ টি সদর জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। নতুন উপজেলা এবং সদর জেলা গঠনের আগামী অধিসূচনা এক দুই দিনের মধ্যে প্রকাশ পাবে। এক্ষেত্রে অধিসূচনা প্রকাশ না করলে সরকারি কাজে বাধার সৃষ্টি হবে। তবে নতুন উপজেলা এবং সদর জেলা ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।তিনি জানান রাজ্যের স্বশাসিত পরিষদের এলাকা গুলো বর্তমান এই উপজেলা এবং সদর জেলা গঠন প্রক্রিয়া থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। এই সংক্রান্তে অতি শীঘ্র সরকার পদক্ষেপ নেবে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের ১০০ সংখ্যক মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যে সেমিকন্ডাক্টার উদ্যোগ স্থাপন, রুল অফ এক্সিকিউটিভ ডিসিশন সংক্রান্তে রূপরেখা প্রস্তুত

বিধবা পেনশন ১২৫০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি, গুয়াহাটি মহানগরে ২৬০০ সিসিটিভি সংস্থাপন সহ বহু সিদ্ধান্ত

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ দেশের অধিকাংশ রাজ্য সেমি কন্ডাক্টার উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে নিজেদের সরকারের নীতি, নিয়ম, পরিকল্পনা ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে নিয়েছে। অসম এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু এবার রাজ্য সরকার এই সংক্রান্তে নীতি, নিয়ম এবং পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।অসম সরকারের ১০০তম কেবিনেট বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, সরকারি আমলাদের দায়িত্ব সংক্রান্ত রুল অফ এক্সিকিউটিভ ডিসিশন চূড়ান্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন ব্রিটিশ আমল থেকে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত রুল অফ এক্সিকিউটিভ ডিসিশন অব্যাহত ছিল। ফলে এবার রুল অফ এক্সিকিউটিভ ডিসিশন এর ক্ষেত্রে নতুন রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। নজিরবিহীন ভাবে গুয়াহাটি মহানগরের খারগুলি স্থিত রাজ্য অতিথিশালায় শুক্রবার সরকারের ১০০ সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকের পর সেখানে আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে সেমিকন্ডাক্টর এর উদ্যোগ গড়ে উঠেছে। বর্তমান যুগে সেমিকন্ডাক্টর এর চাহিদা সর্বাধিক। তবে অসম এক্ষেত্রে কোন ধরনের চিন্তাভাবনা এতদিন করেনি। কিন্তু বিভিন্ন উদ্যোগিক সংস্থা রাজ্যে সেমিকন্ডাক্টর উদ্যোগ স্থাপনে আগ্রহতা প্রকাশ করেছে। এই উদ্যোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রযোজেনীয় উপাদান হচ্ছে পরিস্কার জল। যেহেতু অসমের ব্রহ্মপুত্রের জল পরিস্কার। ফলে এই রাজ্যে সেমিকন্ডাক্টরের উদ্যোগ গড়ে ওঠার সর্বাধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং ইলেক্ট্রনিক প্রোডাকশন শীর্ষক নীতির ক্ষেত্রে অনুমোদন জানানো হয়েছে। এর অধীনে আগ্রহী উদ্যোগিক সংস্থা অসমে সেমিকন্ডাক্টরের উদ্যোগ স্থাপনের সুবিধা পাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান বর্তমান রাজ্যে প্রতিমাসে ৩০০ টাকা করে বিধবা পেনশনের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এবার সরকার পেনশনের অর্থ আরো ৯৫০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে অরুণোদয় প্রকল্পের সমপর্যায়ে বিধবা পেনশন ১২৫০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের এক লক্ষ ৩৪ হাজার মহিলা উপকৃত হবেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন চলিত আর্থিক বছরের মধ্যেই গুয়াহাটি মহানগরে ২৬০০ সিসিটিভি সংস্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হবে। ২৩০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে প্রতিটি সিসিটিভি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে ব্যক্তির চেহারা শনাক্ত করতে সক্ষম হবে। এই সিসিটিভি গুলোতে উচ্চমানের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এবার থেকে রাজ্যের স্বচ্ছ জেলাকে মোদি স্বচ্ছ জেলা পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার হিসেবে সেই জেলা পাবে ১০০ কোটি টাকা। স্বচ্ছতার পাশাপাশি মোট ১০৮ টি দিকে নানা শর্ত পূরণ করতে হবে সেই জেলাকে। এরপরই এই শর্ত গুলো পূরণ করা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জেলাকে মোদি স্বচ্ছ জেলা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে গ্রহণ করা নানা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসম ল্যান্ড এন্ড রিভিউ সার্ভিস রুল ২০১৫ সংশোধনে অনুমোদন জানানো হয়েছে। আসাম মবিলিটি অফ স্টেট গভমেন্ট এন্ড আদার এস্টাবলিশমেন্ট বিল ২০২৩ এর ক্ষেত্রে অনুমোদন জানিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর মাধ্যমে রাজ্য সরকার একটি বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে কর্মচারীদের নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করতে পারবে। পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশের জন্য হায়াত গ্রুপ অফ হোটেলস এর অধীনে যেনিপ্রো হোটেল প্রাইভেট লিমিটেডকে কাজিরাঙ্গায় পঞ্চতরকা হোটেল শুরু করার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় এলাকাবাসীর নিযোগের সুযোগ বৃদ্ধি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ১০০ সংখ্যক মন্ত্রিসভার বৈঠকে দি আসাম ফ্যাক্টরিস সংশোধন রুল ২০২৩ এ অনুমোদন জানানো হয়েছে। রাজ্যে সাংস্কৃতিক মহা সংগ্রাম আযোজনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা অনুমোদন জানিয়েছে। এর অধীনে আগামী ১০ অক্টোবর থেকে চার মাসের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় জ্যোতি সংগীত, রাভা সংগীত, ভূপেন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, উপজাতি এবং বিহু নৃত্যের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর এই সংক্রান্তীয় পোর্টেলে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে। ২০২৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এই প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া এদিনের মন্ত্রিসভায় অপরাধ বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অসম পুলিশ এবং ন্যাশনাল ফরেনসিক সাইন্স ইউনিভার্সিটির মধ্যে মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ক্ষেত্রে নেওয়া সিদ্ধান্তে অনুমোদন জানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি জেলার জন্য রাজ্যে ৩৬ টি মোবাইল ফারেন্সিক ল্যাবরেটরীজ স্থাপন করা হবে। অসম পুলিশকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি দিয়ে আধুনিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা।

কেবিনেট বৈঠকের সেঞ্চুরি, রাজ্য সরকারের ১০০ সংখ্যক মন্ত্রিসভার বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে টেট পরীক্ষার ফলাফলে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসম সরকারের ১০০তম কেবিনেট বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। তবে ৯৯ টি মন্ত্রিসভার বৈঠকে ১২৩৮ টি সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিপরীতে ১২১৭ টি সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ১০০তম কেবিনের বৈঠকে নেওয়া প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে টেট পরীক্ষার ফলাফলে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। অর্থাৎ শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে টেট পরীক্ষার ফলাফলের ৮৫ শতাংশ মার্ক গ্রহণ করা হবে বলে জানালেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের খারগুলি স্থিত রাজ্য অতিথিশালায় শুক্রবার সরকারের ১০০ সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকের পর সেখানে আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বর্তমান সরকারের দুই বছর চার মাস কার্যকালের মধ্যে ১০০ সংখ্যক কেবিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া একটি বিরল এবং ঐতিহাসিক বিষয়। তিনি জানান ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ৫২ টি মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। একইভাবে ২০০৩ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৫০ টি, ২০০৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ৫২ টি, ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৩৫ টি, ২০১৫ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ৩৭ টি, ২০১৭ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ৩১ টি, ২০২০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ৭ টি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ গত ২০ বছরে ২৬৪ টি মন্ত্রিসভার বৈঠক আযোজন করা হয়েছে। কিন্তু ২০২১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত দুই বছর চার মাস সময়ের মধ্যে ১০০ সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সরকারের কার্যকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত গত ২০ বছরের মন্ত্রিসভার বৈঠকের রেকর্ড ভঙ্গ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই সরকারের গত দুই বছর চার মাসের কার্যকালে অনুষ্ঠিত হওয়া ১০০ সংখ্যক বৈঠকের মধ্যে এদিনের বৈঠকের সংখ্যা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে ৯৯ টি কেবিনেট বৈঠকে মোট ১২৩৮ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এরমধ্যে ১২১৭ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে। আংশিক অর্থাৎ ৭০-৮০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন একটি উড়াল পুলের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করলে সেটা সম্পূর্ণ হতে এক দুই বছর সময় লেগে যায়। এই ধরনের বহু সিদ্ধান্ত কেবিনেট বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতিটি মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয়নি। তবে মোট ৯৮ মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্য বাসীর আর্থ সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য এটা এক কর্মযজ্ঞ। পারদর্শিত ার এক উৎকৃষ্ট আদর্শ তুলে ধরার জন্য যাবতীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে। তিনি বলেন প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে মূলত টেট পরীক্ষার ফলাফল, বিএড পরীক্ষার ফলাফল এবং প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপরে ভিত্তি করে নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়। তবে ইদানিং বহু ছাত্র রাজ্যের বাইরে থেকে বিএড পরীক্ষায় ভালো ফলাফল নিয়ে আসার ফলে স্থানীয় প্রার্থীরা নানা সময়ে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে টেট পরীক্ষার ফলাফলকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ৮৫ শতাংশ মার্ক ধরা হবে। তাছাড়া বিএড পরীক্ষার ফলাফল এবং প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপরে ৫ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ মার্ক কাউন্ট করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

বিজেপির রাজ্য কৃষক মোর্চার একটি প্রতিনিধি দলের প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলা সফর করে কৃষক মোর্চার স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত

আগামী ২৭ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিনিধি দলটির জেলা সফর

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্য বিজেপি নেত্রী ইন্দ্রানী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনার পর এক্ষেত্রে তদন্তে পুলিশ চাকরির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা শাসক দলের একাংশ নেতাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। এই সংক্রান্তে ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন দলের কৃষক মোর্চার নলবারী জেলার সভাপতি রেখান্ত দাস। ফলে রাজ্য বিজেপির কৃষক মোর্চা নিজেদের সাংগঠনিক দিকটি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছে। বিজেপির রাজ্য কৃষক মোর্চার একটি প্রতিনিধি দল প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলা সফর করে কৃষক মোর্চার স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ২৭ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিনিধি দলটি রাজ্যের প্রতিটি জেলা সফর করবে। প্রসঙ্গত রাজ্য বিজেপিতে তোলপাড়ের সৃষ্টি করা এক আত্মহত্যার ঘটনার তদন্তে পুলিশ চাকরির নামে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন তথ্য উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। এক এক করে মুখোশ খুলছে বিভিন্ন বিজেপি নেতাদের। সম্পূর্ণ অকল্পনীয়ভাবে শাসকদলের একের পরও একা নেতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে অব্যাহত রয়েছে একের পর এক দলীয় নেতার দল থেকে বহিষ্করণ প্রক্রিয়া। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই সংক্রান্তে ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন দলের কৃষক মোর্চার নলবারী জেলার সভাপতি রেখান্ত দাস। তবে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তড়িঘড়ি তাকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিজেপিতে অব্যাহত থাকা এই অস্থির পরিবেশের মধ্যেও আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে শাসক দলটি। এক্ষেত্রে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি অধিক শক্তিশালী করার স্বার্থে রাজ্য বিজেপির কৃষক মোর্চা অধিক তৎপর হয়ে উঠেছে। কৃষক মোর্চার শীর্ষ নেতাদের একটি প্রতিনিধি দল আগামী ২৭ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলা কৃষক মোর্চার স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবে। এক্ষেত্রে জেলা কৃষক মোর্চার প্রত্যেক পদাধিকারী, কৃষক মোর্চার মন্ডল সভাপতি সাধারণ সম্পাদক এবং উক্ত জেলার অন্তর্গত রাজ্য কৃষক মোর্চার পদাধিকারী কার্যনির্বাহকদের সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। প্রতিনিধি দলের সফরের সময় রাজ্য পর্যায়ে নেতারা সভাপতি এবং জেলার দায়িত্বে থাকা প্রভারিদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন জেলা পর্যায়ের এই বৈঠকে আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্তে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টির পাশাপাশি এক্ষেত্রে দলের কঠোর অনুশাসন সম্পর্কীয় আলোচনা করা হবে বলে জানা গেছে।

গামহারিয়া ও চান্ডিলে পি০ টেক০ কর্তৃক আযোজিত খাদ্য নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলার অন্তর্গত এনকেএস ফিল্ড, গামহারিয়ায় অবস্থিত কমিউনিটি হলে অংশীদার পিটেক এডুকেশনাল ট্রাস্ট কর্তৃক খাদ্য নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের একটি অনুষ্ঠানের আযোজেন করা হয়। যেখানে গামহারিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের হোটেল কারিগররা অংশ নেন এবং খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে তথ্য পান। এই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি প্রভাত ঠাকুর, পি০ টেক০ ট্রাস্টের রাজ্য কো অর্ডিনেটর অমিত মোদক, ফুড সেফটি প্রশিক্ষক রঞ্জন কুমার মল্লিক, শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা মনোজ কুমার ঠাকুর এবং অন্যান্য সমাজকর্মীরা প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি এই জাতীয় কর্মসূচির প্রচারের বিষয়ে কথা বলেন এবং এই প্রকল্পটি জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রাস্টের কাছে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিবেন বলে জানান। ট্রাস্টের রাজ্য কো অর্ডিনেটর অমিত মোদক জানান, এদিন চান্ডিল ও গামহারিয়ায় দুটি জায়গায় অনুষ্ঠানের আযোজেন করা হয়, যাতে চান্ডিলের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চান্ডিলের এসডিএম রঞ্জিত লোহরা এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এস ডি এম বিক্রেতাদের খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ট্রাস্টের মনোজ মোদক, ফণী ভূষণ মাহাতো, সুভাষ সিংহ, প্রণয় রায়, রূপেশ কুমার সোনি, নিশা কুমারীও অনুষ্ঠান সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পিছিয়ে পড়েও ইউনাইটেডের জয়, আর্সেনালের ড্র

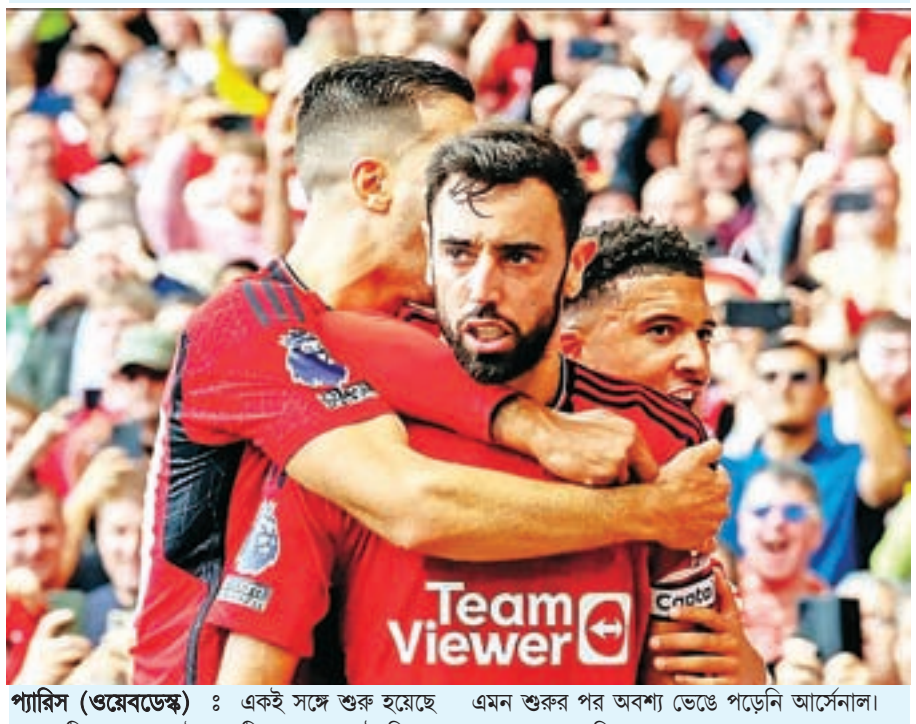

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ একই সঙ্গে শুরু হয়েছে ম্যাচ দুটি, রাত ৮ টায়। দুটি ম্যাচের শুরুই ছিল নাটকীয়। ফুলহামের বিপক্ষে আর্সেনাল ৫৭ সেকেন্ডেই গোল খেয়ে বসে। আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ২ মিনিটে নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে খায় প্রথম গোল, ৩ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের মধ্যে পিছিয়ে পড়ে ২-০ গোলে।

এভাবে পিছিয়ে পড়ার পরও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লিখেছে প্রত্যাবর্তন দারুণ গল্প, নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে পরে ৩-২ গোলে জিতেছে এরিক টেন হাগের দল। আর্সেনাল অবশ্য জিততে পারেনি, তবে ফুলহামের সঙ্গে ড্র করেছে ২-২ গোলে।

ফুলহামের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আর্সেনাল গত মৌসুমের শুরু থেকে প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে ২১ খেলার মাত্র ৪টিতেই নিজেদের জাল সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে। এবারও ঘরের মাঠে নিজেদের পোস্ট সেভাবে রক্ষা করতে পারছে কই গানাররা! মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে এমিরেটসে নটিংহামের বিপক্ষে জিতলেও গোল খেয়েছে আর্সেনাল। আজ আবার ঘরের মাঠে গোল খেল। এই নিয়ে এক বর্ষপঞ্জিতে তিন ম্যাচে প্রথম মিনিটের মধ্যে গোল খেল তারা। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এক বছরে তিনটি ম্যাচের প্রথম মিনিটে গোল খাওয়া প্রথম দল আর্সেনাল।

এমন শুরুর পর অবশ্য ভেঙে পড়েনি আর্সেনাল। গোল শোধে মরিয়া হয়ে একের পর এক আক্রমণ করে গেছে। তবে প্রথমার্ধে কাঙ্ক্ষিত গোল পায়নি তারা। অবশেষে আর্সেনাল সমতায় ফেরে ৭০ মিনিটে, বুকায়ো সাকার পেনাল্টি গোলে।

২ মিনিট পরই এগিয়ে যায় আর্সেনাল। বক্সের বাইরে থেকে ফাবিও ভিয়েইরার পাসে আর্সেনালকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেন এডি এনকেতিয়াহ। এরপর মনে হচ্ছিল আর্সেনাল আরেকটি জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে যাচ্ছে। কিন্তু খেলার স্রোতের বিপরীতে ৮৭ মিনিটে গোল খেয়ে বসে তারা।

আগের ম্যাচে টটেনহামের কাছে হেরে যাওয়া ইউনাইটেডকে হার চোখ রাঙাচ্ছিল এ ম্যাচেও। কিন্তু ৪ মিনিটের মধ্যে ২-০তে পিছিয়ে পড়ে গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠেন রাশফোর্ড ফার্নান্দেজেরা। গোলও পেয়ে যায় তারা ১৭ মিনিটে। মার্কাস রাশফোর্ডের পাস থেকে গোলটি করেন ক্রিস্টিয়ান এরিকসেন। ৫২ মিনিটে কাসেমিরোর গোলে সমতায় ফেরে তারা। আর ৭৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ইউনাইটেডের জয়সূচক গোলটি করেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। এই জয়ের পর ৩ ম্যাচে ইউনাইটেডের পয়েন্ট হলো ৬। আর ফুলহামের সঙ্গে ড্র করা আর্সেনাল ৩ ম্যাচ থেকে পেয়েছে ৭ পয়েন্ট।

৩০০ টাকা নয়, ৫০০ টাকা নিতে চান লিটন

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ স্পিন বোলিংটা সাধারণত ভালোই খেলেন লিটন দাস। কিন্তু সম্প্রতি বাঁহাতি স্পিন বোলিংয়ের বিপক্ষে নিজের সহজাত ব্যাটিংটা করতে পারছেন না জাতীয় দলের এই ব্যাটসম্যান। তাই আজ ছুটির দিনেও লিটন মাঠে এলেন অনুশীলন করতে। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠের নেটে বাঁহাতি স্পিনারদের বিপক্ষে নিজের ব্যাটিংটা ঝালিয়ে নিতে দেখা গেল লিটনকে। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মন্টু দত্ত। বিকেএসপির এই ক্রিকেট কোচ ছোটবেলা থেকেই লিটনের খেলাটাকে দেখেছেন। লিটনের ব্যাটিংয়ের খুঁটিনাটি সবই মন্টু দত্তের জানা। তাই লিটন এশিয়া কাপের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিটা সারলেন প্রিয় কোচের সান্নিধ্যে। আজ অনুশীলনে বাঁহাতি স্পিনারের একটি বলে ফরোয়ার্ড ডিফেন্স খেলতে গিয়ে বোল্ড হন লিটন। নেটের পেছন থেকে তা দেখে লিটনকে কাছে ডেকে নিয়ে কিছু একটা বোঝালেন মন্টু দত্ত। কিছুক্ষণ অফ স্টাম্পের একটি বল ক্রিজ ছেড়ে মারতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন লিটন। সে শট খেলার সময় লিটনের মাথার অবস্থান যে ঠিক ছিল না, তা বুঝিয়ে দিলেন বিকেএসপির কোচ। ব্যাকফুট থেকে শরীরের ওজন ফ্রন্ট ফুটে নেওয়ার কৌশলটাও যেন আরও একবার ধরিয়ে দিলেন। লিটনের সঙ্গে দেখা হলেই ব্যাটিংয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে মন্টু দত্তের যত কথা। আজ প্রথম আলোকে মুঠোফোনে জানালেন, 'ওর সঙ্গে দেখা হলেই কিছু কিছু জিনিস নিয়ে কাজ করার কথা বলে। কিন্তু সব সময় তো হয় না।' এশিয়া কাপে যাওয়ার আগে সে উপলক্ষ এল, 'লিটন তো একটু আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান। মারতে চায় সব সময়। কিন্তু বাঁহাতি স্পিনের বিপক্ষে ওর একটু সমস্যা হচ্ছিল। মারার বলগুলোও মারতে পারছে না। সেটা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা নিয়ে কথা হচ্ছিল আজ।'বাঁহাতি স্পিনের বিপক্ষে ওয়াইড মিডউইকেট দিয়ে বড় শট খেলা নিয়েও আলাদা করে কাজ করেছেন লিটন। মন্টু দত্ত বললেন, 'ওয়াইড মিডউইকেট দিয়ে ও ভালো মারত। সেদিকে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারত। খেলতে খেলতে সে ভুলে গেছে, আগে কোনটা কাজে লাগত। ওই জায়গাটা একটু মনে করিয়ে দেওয়া আরকি...মূলত ব্যালান্সটা ঠিক করতে বলেছি। ব্যাকফুটে বেশি চাপ পড়ছে, যে কারণে সামনের পায়ের ভরটা কম পড়ছে।' লিটনের সঙ্গে মন্টু দত্তের দেনাপাওনার হিসাবও আছে। সেঞ্চুরি করলেই মন্টু দত্ত লিটনকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেন। সে হিসাবে লিটনের সর্বশেষ তিনটি সেঞ্চুরির ৩০০ টাকা পাওয়ার কথা। আজ কোচ সে টাকা দিতে চাইলেও লিটন নেননি। এশিয়া কাপ থেকে ফিরে এসে একবারে ৫০০ টাকা নিতে চান লিটন। তার মানে, এবারের এশিয়া কাপে অন্তত দুটি সেঞ্চুরি করার স্বপ্ন লিটনের। মন্টু দত্তের মুখেই শুনুন সে কথা, 'ওকে টাকা দিতে চাইলাম। কিন্তু নিল না। ও নাকি বিকেএসপিতে গিয়ে টাকা নেবে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, টাকা বাড়ছে না কেন? পরে সে বলল, স্যার, বাড়বে বাড়বে। আমি ফিরে এসে ৫০০ টাকা নেব।'

কেমন হওয়া উচিত ভারতের বিশ্বকাপ দল, জানালেন সৌরভ

কলকাতা ঃ এক দশক ধরে বৈশ্বিক শিরোপা জিততে পারছে না ভারত। সর্বশেষ ২০১৩ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে ভারত চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছিল। এরপর ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি এবং ২০২১ ও ২০২৩ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হেরেছে দলটি। ভারতীয়দের বৈশ্বিক ট্রফির দীর্ঘ খরা ঘোচানোর সুবর্ণ সুযোগ আসতে যাচ্ছে এ বছরই। আগামী ৫ অক্টোবর নিজেদের দেশে ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে ভারত। বিশ্বকাপের জন্য ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া এরই মধ্যে প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এখনো দল দেয়নি। প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণার জন্য আইসিসি আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেওয়ায় অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন নতুন নির্বাচক কমিটি হয়তো এশিয়া কাপে সুপার ফোরের আগে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স দেখেই বিশ্বকাপের দল দেবেন। আর ১৫ জনের চূড়ান্ত স্কোয়াড আইসিসির কাছে জমা দিতে হবে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। বিসিসিআই এখনো বিশ্বকাপের প্রাথমিক দল ঘোষণা না করলেও সৌরভ গাঙ্গুলী কিন্তু চূড়ান্ত দল নির্বাচন করে ফেলেছেন। ভারতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি গতকাল সন্ধ্যায় স্টার স্পোর্টসের একটি অনুষ্ঠানে ১৫ জনের দল বেছে নিয়েছেন। সৌরভের নেতৃত্বেই ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল ভারত। সেই দলে যেমন অভিজ্ঞতার ভান্ডারে তারুণ্যের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল, ২০২৩ বিশ্বকাপের দল বাছাইয়েও সৌরভ সেটি মাথায় রেখেছেন। এশিয়া কাপের জন্য স্ট্যান্ডবাইসহ ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। সৌরভ সেখান থেকে তিনজনকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপের দল সাজিয়েছেন। বাদ পড়া খেলোয়াড়েরা হলেন পেসার প্রসিধ কৃষ্ণা, ব্যাটসম্যান তিলক বর্মা ও ব্যাকআপ উইকেটরক্ষক সঞ্জু স্যামসন। এই তিনজনের মধ্যে স্যামসনকে এশিয়া কাপে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে। এশিয়া কাপে বিসিসিআইয়ের দেওয়া দলের মতো সৌরভও তাঁর বিশ্বকাপ দলে দুই তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও যুজবেন্দ্র চাহালকে বিবেচনা করেননি।

সৌরভ গাঙ্গুলীর চোখে ভারতের বিশ্বকাপ দল রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া (সহ-অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, ঈশান কিষান, শুবমান গিল, লোকেশ রাহুল, শ্রেয়াস আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দূল ঠাকুর, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ ও মোহাম্মদ শামি।

প্রত্যাশিতভাবে রোহিত শর্মাকে অধিনায়ক ও হার্দিক পান্ডিয়াকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছেন সৌরভ। দল সাজিয়েছেন ৫ ব্যাটসম্যান, ২ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান, ৩ পেসার, ১ স্পিনার ও ৪ অলরাউন্ডার নিয়ে। ব্যাটসম্যানরা হলেন অধিনায়ক রোহিত, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, শুবমান গিল ও সূর্যকুমার যাদব। ২ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসেবে রেখেছেন লোকেশ রাহুল ও ঈশান কিষানকে।

যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে পেস আক্রমণ সামলাবেন মোহাম্মদ শামি ও মোহাম্মদ সিরাজ। একমাত্র স্পিনার হিসেবে তাঁর পছন্দ কুলদীপ যাদব। আর অলরাউন্ডারের ভূমিকায় রেখেছেন পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল ও শার্দূল ঠাকুরকে। তাঁদের মধ্যে পান্ডিয়া ও শার্দূল পেস বোলিং অলরাউন্ডার এবং জাদেজা ও অক্ষর স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার।

নিজের বেছে নেওয়া বিশ্বকাপের দলটা জানাতে গিয়ে সৌরভ বলেছেন, 'অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের মিশেলে ভালো দল গড়ে ওঠে। তারুণ্যের দীপ্তির সঙ্গে দলে এমন কাউকে দরকার, যারা ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে পারে। দলে অবশ্যই আমি রিস্ট স্পিনারকে রাখার পক্ষে। তবে কোনো স্পিনার চোটে পড়লে আমি যুজবেন্দ্র চাহালকে রাখব। একইভাবে মিডল অর্ডারের কেউ চোটে পড়লে তিলক বর্মা এবং পেসারদের মধ্যে কেউ ছিটকে গেলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে রাখব।'

বিশ্বকাপের দরজা ব্রুকের জন্য এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি, বললেন বাটলার

লন্ডন ঃ কেন হ্যারি ব্রুক ওয়ানডে দলে নেই? টুইটার থেকে শুরু করে ফেসবুক সব জায়গাতেই একই প্রশ্ন। প্রশ্নটা যাদের উদ্দেশে, সেই ইংল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্টের কাছেও খুব একটা সদুত্তর ছিল না। কারণ, ব্রুক তো আর পারফরম্যান্সের জন্য বাদ পড়েননি, বাদ পড়েছেন বেন স্টোকসের ফেরার কারণে। যেভাবেই বাদ পড়ুন, বিশ্বকাপের দুই মাস আগে ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়া ব্রুকের জন্য ধাক্কাই বলতে হবে। তবে ব্রুকের জন্য আশার কথা হলো, তিনি এখনো ভারতের বিমানে চড়ার স্বপ্ন দেখতে পারেন। ইংল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক জস বাটলার নিজেই বলেছেন, ব্রুকের জন্য বিশ্বকাপের দরজা এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। প্রাথমিক দলে না থেকে বিশ্বকাপে খেলার উদাহরণ খুঁজতে ব্রুকের বেশি দূরে যেতে হবে না। গত বিশ্বকাপেই ইংল্যান্ডের প্রাথমিক দলে দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছিল। প্রাথমিক দলে থাকা জো ডেনলি ও ডেভিড উইলির জায়গায় নেওয়া হয়েছিল জফরা আর্চার ও লিয়াম ডসনকে। এবারও ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দলে পরিবর্তন আনার সুযোগ আছে।

আর ব্রুকও আছেন দুর্দান্ত ছন্দে। অ্যাশেজে ৩৬৩ রান করা ব্রুক কয়েক দিন আগেই দ্য হানড্রেডে খেলছেন ৪২ বলে ১০৫ রানের ইনিংস। তাই অধিনায়ক বাটলারকে এই উঠতি তারকাকে নিয়ে কথা বলতেই হলো, '(ভারতের) বিমানে ওঠার আগে এখনো অনেক সময় আছে। আমরা অপেক্ষা করব এবং দেখব কী হয়। আমরা সবাই জানি, হ্যারি ব্রুক দুর্দান্ত ক্রিকেটার আর সেদিনও তো আমরা দেখলাম, সে কী করতে পারে। এই মুহূর্তে এটা তার দুর্ভাগ্য যে সে স্কোয়াডে নেই।'

ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক স্টোকস অবসর ভেঙে ফেরায় ইংল্যান্ড দলের সমন্বয় অনেকটাই বদলে গেছে। আর চোটের কারণে স্টোকস শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলবেন বলে দলের কৌশল যেমন বদলে গেছে, তেমনি বদলে গেছে নানা সমীকরণ। যে কারণেই বাদ পড়তে হয়েছে এখন পর্যন্ত তিন ওয়ানডে খেলা ব্রুককে।

বাটলার ব্রুককে সেই বাস্তবতা মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'বেন স্টোকস ফিরে আসায় এবং শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরায় দলের বাস্তবতা বদলে গেছে। বেনও দুর্দান্ত এক ক্রিকেটার। দল নির্বাচন তাই খুবই কঠিন ছিল। অনেক ক্রিকেটারই লম্বা সময় ধরে পারফর্ম করছে। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের এত প্রতিভাবান ক্রিকেটার আছে এবং দলের গভীরতা এত বেশি। প্রাথমিক দলে জায়গা না পাওয়াদের মধ্যেও অনেক দুর্দান্ত ক্রিকেটার আছে। সাদা বলের ক্রিকেটে গত কয়েক বছরে ইংল্যান্ডের স্কোয়াডের ধরনই এমন।' ব্রুক নিজেও অবশ্য বাস্তবতা মেনে নিয়েছেন। নিজের বাদ পড়া নিয়ে ব্রুক বলেছিলেন, 'স্টোকস সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার, তাকে নিয়ে তো অভিযোগ করতে পারব না, পারব কি? অবশ্যই বাদ পড়া হতাশার। কিন্তু এটা নিয়ে তো আমি কিছু করতে পারব না। সামনে তাকাতে হবে।'

পুতিনের যেসব প্রতিপক্ষ গত দুই দশকে রহস্যজনকভাবে মারা গেছে

মাস্কো (ওয়েবডেস্ক)ঃ ক্রেমলিনে গত দুই দশক ধরে ক্ষমতার শীর্ষে থাকা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে প্রিগোজিন বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার মাত্র দুই মাসের মাথায় বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়টি রাশিয়ার ভেতরে এবং বাইরে নানা সন্দেহ তৈরি করেছে।

ফলে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য থেকে যেসব ইঙ্গিত করা হচ্ছে তার অর্থ হচ্ছে - এই বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা যে মস্কোর দ্বারা সাজানো তা উড়িয়ে দেয়া যায় না। যদিও এই ইঙ্গিত হলিউড চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের মতো মনে হতে পারে।

কারণ এর আগেও প্রেসিডেন্টের প্রতিপক্ষ, সমালোচক বা ভিন্নমত অবলম্বনকারীদের পুরোপুরি এভাবে মুছে দিয়েছে রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস।

ঠান্ডা মাথায় প্রতিশোধ

কয়েক মাস আগেও প্রিগোজিন ছিলেন রাশিয়ান প্রেসিডেন্টের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র। তাদের এই ঘনিষ্ঠতা বেশ পুরনো। ভ্লাদিমির পুতিন যখন সেইন্ট পিটার্সবার্গের মেয়র ছিলেন তখন থেকে এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত।

তবে এই ঘনিষ্ঠতার ইতি ঘটে গত ২৩শে জুন। টানা কয়েকমাস ধরে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ইউক্রেন অভিযান ঘিরে নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছিলেন মি. প্রিগোজিন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ২৩শে জুন তার সৈন্যদের সীমান্তবর্তী শহর রোস্তভ অন ডন দখলে নিতে নির্দেশ দেন।

তবে ঘটনা সেখানেই শেষ না। প্রিগোজিন তার দলকে নিয়ে মস্কো অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তার দাবি ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগু ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের পদত্যাগ।

যদিও বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কোর মধ্যস্থতায় এই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তার আগে ওয়াগনার বাহিনী যেভাবে একটা শহর দখল করে রাজধানীর প্রায় প্রবেশপথ পর্যন্ত কোন রকম বাঁধা ছাড়াই পোঁছে যায়, অনেককে বেশ অবাক করে দেয়।

ঘটনাগুলো যখন ঘটছিল সেই সময় প্রেসিডেন্ট পুতিন তার বিরক্তি লুকাননি এবং এই বিদ্রোহকে একটা অভ্যুত্থানের চেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করে এর সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির ঘোষণা দেন। একই সাথে এই বিদ্রোহ 'রাশিয়ার পিঠে ছুঁড়ি মারার মতো' এবং যারা এর নেতৃত্বে ছিল তাদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলেন তিনি।

সে বিদ্রোহের পর থেকে প্রিগোজিন রাশিয়ার ভেতরে এবং বাইরে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এর দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে প্রতিশোধ নেবার ক্ষেত্রে মি. পুতিন তাড়াহুড়ো করতে চাননি। তিনি হয়তো বিশ্বাস করেন - 'প্রতিশোধ হল সেই খাবার যেটি একদম ঠান্ডা করে পরিবেশন করতে হয়।'

এটি অনুমিতই ছিল

যদিও খুব দ্রুত ঘটে গেল তারপরও প্রিগোজিনের নিহত হওয়াকে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। বিশেষ করে পুতিন ক্ষমতায় আসার পর থেকে তার অন্তত বিশজন প্রতিপক্ষ, সমালোচক বা 'বিশ্বাসঘাতক' খুব অদ্ভুত উপায়ে রাশিয়া অথবা রাশিয়ার বাইরে মারা গেছেন।

এদের মধ্যে একেবারে প্রথমদিকে মারা যাওয়াদের একজন ভ্লাদিমির গোলোভলিয়ভ, যাকে মস্কোর রাস্তায় কুকুর নিয়ে হাঁটার সময় গুলি করা হয়। এই আইনপ্রণেতা পুতিনকে ক্ষমতার শীর্ষে ওঠা পর্যন্ত সমর্থন করেছেন। কিন্তু এরপরই তার সাথে সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং তিনি পুতিনের সমালোচনা করতে থাকেন।

তার মৃত্যুর পূর্বে রাশিয়ার ক্ষমতাসীন দল অভিযোগ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর যখন সবকিছু বেসরকারিকরণ করা হয় সেসময় গোলোভলিয়ভ অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করেন।

এর এক বছরেরও কম সময় পর আরেক লিবারেল এমপি সের্গেই ইউশেঙ্কোভকে গুলি করা হয় মস্কোর রাস্তায়।

১৯৯৯ সালে সেপ্টেম্বরে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে যে হামলা হয় তার তদন্তে গঠিত সংসদীয় কমিটির প্রধান ছিলেন ইউশেঙ্কোভ। মস্কো এই হামলার জন্য চেচেন সন্ত্রাসীদের দায়ী করে।

২০০৬ সালের ৭ই অক্টোবর আন্তর্জাতিকভাবে অন্যতম ঘৃণিত একটা অপরাধ ঘটে। সাংবাদিক আনা পোলিতকোভস্কায়ার হত্যা। যিনি রাশিয়ান সংবাদমাধ্যম নোভায়া গ্যাজেটায় চেচনিয়ায় ক্রেমলিন বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার নিন্দা জানান। যদিও ২০১৪ সালে এই অপরাধে পাঁচজন কথিত লেখককে দীর্ঘ কারাবাসে পাঠানো হয়, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কখনোই শনাক্ত করতে পারেনি যে খুনিদের কে ভাড়া করেছিল এবং ২০২১ সালে এ নিয়ে মামলা দায়ের হয়।

২০১৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি আরেকটি হত্যাকান্ডে সন্দেহ আরও জোরালো হয় যে ক্রেমলিন কোশলে তার প্রতিপক্ষদের সরিয়ে দেয়। সেদিন সাবেক ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার বরিস নেমেতসভ খুন হন। যে জায়গাটিতে তাকে হত্যা করা হয় সেটি পুতিনের অফিস ভবনের খুব কাছে।

নব্বই দশকের শেষ দিকে নেমেতসভ ছিলেন রাশিয়ার রাজনীতিতে এক উঠতি তারকা। এই উদারমনা বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদকে ভাবা হচ্ছিল সে সময়ের প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলতসিনের পরবর্তী উত্তরসূরী, কিন্তু যিনি পরবর্তীতে সাবেক গুপ্তচরকেই বেছে নেন।

একদম প্রায় শুরু থেকেই এই নিখোঁজ রাজনীতিবিদ পুতিনের কড়া সমালোচনা শুরু করেন, বিশেষ করে তার ইউক্রেন নীতি এবং নিজের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করে রাখার মনোভাবের জন্য। তার এই অবস্থান তাকে অন্তত তিনবার কারাগারে নেয়।

২০০৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তিনি পুতিনের বিরুদ্ধে নির্বাচনের চেষ্টা করেও সরে আসেন। কিন্তু এর এক বছর পর তিনি তার অন্যান্য সব পুতিন বিরোধীদের নিয়ে সলিডারিটি পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন দাবার সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভও।

নেমেতসভের হত্যাকারীরা চেচেন বাহিনীর নেতৃত্বের একটা অংশ রাদমান কাদিরভের অনুসারী হলেও, এই অপরাধের সাথে পুতিনের মিত্র হিসেবে স্বীকৃত কাদিরভের সংশ্লিষ্টতা কখনোই তদন্ত করা হয়নি।

২০০০ সালের পর আরো ছয় জন রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী যারা পুতিনের সমালোচনা করেছেন রাশিয়ায় তাদের হত্যা করা হয়েছে।

তবে প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের মারা যাওয়ার এই তালিকা শুধুমাত্র রাশিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। যারা চলে গিয়েছিলেন এই ভেবে যে রাশিয়ার বাইরে গেলে তারা নিরাপদ এমন অনেকেও আছেন।

এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নাম সাবেক গুপ্তচর আলেক্সান্ডার লিতভিনেঙ্কো, যিনি ২০০৬ সালে নভেম্বরে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করে লন্ডন হাসপাতালে মারা যান। পরে এক তদন্তে জানা যায় সাবেক এই গুপ্তচর পলোনিয়াম ২১০ এর বিষক্রিয়ায় মারা গিয়েছেন, যা খুবই উচ্চমাত্রার একটা রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থ।

লিতভিনেঙ্কো এই শতকের শুরুর দিকে যুক্তরাজ্যে আশ্রয় নেন, যখন তিনি জানান যে তার উর্ধ্বতন তাকে অলিগার্ক বরিস বেরেজোভস্কিকে হত্যার আদেশ দিয়েছে।

বেরেজোভস্কি হলেন দেশের বাইরে প্রাণ হারানোদের আরেকজন। ২০১৩ সালের মার্চে এই ব্যবসায়ীর মৃতদেহ পাওয়া যায় ইংল্যান্ডের দক্ষিণপূর্বে তার নিজ বাড়ি সারেতে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে আর্থিক দেনার কারণে এই অলিগার্ক আত্মহত্যা করেছিলেন। কিন্তু তার নির্বাসনের সময়টায় তার উপর অনেকগুলো হামলা হয় এবং মস্কোর দ্বারা একটানা বিচারিক প্রহসনের স্বীকার হওয়ার কারণে কারো কারো ধারণা তাকে হত্যা করা হয়েছে।

বেরেজোভস্কি ইয়েলেতসিনের শাসনামলে অঢেল সম্পদ অর্জন করেন, পরে তিনি পুতিনের সাথেও সখ্য গড়ে তোলেন এবং তার প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তহবিল যোগান তিনি। তবে মতবিরোধ দেখা দেয় যখন ক্রেমলিন তার মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল বাজেয়াপ্ত করে।

২০১৮ সালের মার্চে যুক্তরাজ্যে নির্বাসনে থাকা ভিন্নমতাবলম্বী আরেক রাশিয়ান মস্কোর দ্বারা হামলার শিকার হন বলে অভিযোগ ওঠে। সাবেক গুপ্তচর সের্গেই স্ক্রিপাল এবং তার মেয়ে ইউলিয়াকে এক রাশিয়ান এজেন্ট ইংলিশ শহর সালিসবুরিতে নভিচক বিষ প্রয়োগ করেন বলে জানা যায়।

স্ক্রিপাল রাশিয়ার সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট (জিআরইউ) এর হয়ে কাজ করেন, একই সাথে তিনি ছিলেন ব্রিটেনের গুপ্তচর সংস্থা এমআইসিক্সের ডাবল এজেন্ট। ২০০৪ সালে রাশিয়ায় গ্রেফতার হন তিনি। তাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে ১৩ বছরের সাজা দেয় রাশিয়ান আদালত, কিন্তু পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে আটক তাদের কিছু এজেন্টের সাথে স্ক্রিপালকে বিনিময় করে মস্কো।

এই হামলার পেছনে লন্ডন রাশিয়ান ইন্টিলিজেন্সের দুজন সদস্যকে শনাক্ত করে এবং মস্কোকে তাদের হস্তান্তর করতে বলে।

কিন্তু রাশিয়ার সরকার এর সাথে কোন ধরণের যোগাযোগ অস্বীকার করে এবং লন্ডনের অনুরোধ নাকচ করে দেয়। যে সূত্র ধরে রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযানের আগে থেকেই তাদের সাথে যুক্তরাজ্যের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল।

এই তালিকায় নিশ্চিতভাবেই আরো অন্তত ছয় জন আলিগার্ক ও সাবেক রাশিয়ান কর্মকর্তার নাম যোগ হবে যারা ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পর রহস্যজনকভাবে মারা গিয়েছে।

এর মধ্যে সবচেয়ে সাড়া জাগানো মৃত্যু হল রাশিয়ায় তেলের জায়ান্ট লুকোইলের প্রেসিডেন্ট রাভিল ম্যাগানভ। তিনি গত বছরের সেপ্টেম্বরে মস্কোয় যে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সেখানে 'জানালা দিয়ে পড়ে' মারা যান, কর্তৃপক্ষ এমনটাই জানিয়েছে।

গত দুই দশকে পুতিনের বার্তা পরিষ্কার ঃপ্রতিপক্ষ সহ্য করা হবে না এবং চরম পরিণতি ভোগ করবে, বার্মিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিফান উলফ তার এক নিবন্ধে এমন সতর্কবার্তা লেখেন।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন রাশিয়ান প্রেসিডেন্টের এই পদ্ধতি 'খুবই কার্যকর', কারণ এটা তাকে তার 'বিরোধীদের যেমন থামিয়ে দেয়' তেমনি 'অভ্যন্তরীণ যে কোন চ্যালেঞ্জ' তাকে পার করে দেয়।

তবে সে যাই হোক, পুতিনের এই পদ্ধতির একটি অসুবিধাও আছে, তা হল এই রাশিয়ান নেতা যাদের নিয়ে কাজ করছেন তাদের মধ্য প্রতিনিয়ত অবিশ্বাস আর মানসিক সন্দেহ তৈরি করবে।

টুকরো খবর

নির্বাচনের আগে জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নতুন 'হিসাবনিকাশ'

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে নতুন করে আলোচনায় এসেছে জাতীয় পার্টি। দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের ভারত সফর ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী রওশন এরশাদের ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক ইঙ্গিত দিচ্ছে যে দলটিকে নিয়ে রাজনীতির ময়দানে নতুন তৎপরতা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি দেখা গেছে, জিএম কাদের ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সাথে একাধিক বৈঠক যেমন করেছেন, তেমনি ভারত সফরে গিয়ে বিভিন্ন মহলে বৈঠক করেছেন। দলটির একাধিক সিনিয়র নেতা বলেছেন, নির্বাচন আসলেই জাতীয় পার্টিতে এ ধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এটিকে তারা 'নতুন খেলা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মনে করেন, ২০১৪ সালে জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেয়ার পেছনে 'ভারতের চাপ' ছিল। জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নেয়ায় ২০১৪ সালের নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ দেশের ভেতরে রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছিল।

আগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টি কি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সহযোগী হিসেবে থাকবে নাকি বিএনপির সাথে থাকবে - এনিয়ে চলছে নানা হিসাবনিকাশ। নির্বাচন আসলেই এগুলো হয় আমাদের দলকে ঘিরে। জাতীয় পার্টি বিএনপির দিকে যাবে নাকি আওয়ামী লীগের সাথেই থাকবে। নাকি একাই নির্বাচনকে করবে এমন নানা কিছু। এবারও সেটা হচ্ছে। তবে দল নিজের মতো করেই সিদ্ধান্ত নেবে, বিবিসি বাংলাকে বলেন জাতীয় পার্টির কোচেয়ারম্যান রুহুল আমিন হাওলাদার। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় পার্টির বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি তৈরি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কারণ, তারা একই সাথে সরকারের অংশ ছিল এবং সংসদে বিরোধী দলের আসনে বসেছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এটি একটি বিরল ঘটনা। জাতীয় পার্টির সিনিয়র নেতা গোলাম মসিহ দলটির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত এইচএম এরশাদের বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মি. মসিহ বলেন, অন্যরা যাই করুক জাতীয় পার্টির এবারের লক্ষ্য হলো দলকে টিকিয়ে রাখতে যা করা দরকার তাই করা। কারণ রওশন এরশাদ চাইছেন আওয়ামী লীগের সাথে যোগসূত্র করেই নির্বাচনের মাঠে যেতে আর জি এম কাদের মনে করছেন দলকে টিকিয়ে রাখতে হলে 'আওয়ামী লীগের বিরোধিতা' করাই যৌক্তিক হবে। জিএম কাদের গত কয়েকমাস ধরে সরকার বিরোধী নানা বক্তব্য দিচ্ছেন। দলটির কয়েকজন সিনিয়র নেতা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতীয় পার্টি তাদের 'সরকার বিরোধী' অবস্থান তুলে ধরতে চায়। নির্বাচনে দলটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এ বিষয়টিকে অনেক জরুরি মনে করেন। তবে জাতীয় পার্টির ভেতরে আরেকটি অংশ মনে করছে আওয়ামী লীগের পাশে থাকা তাদের জন্য ভালো হবে। তবে নির্বাচনে তারা একক ভাবেই অংশ নিতে চান, যাতে করে জাতীয় পার্টির সিদ্ধান্তের কারণে 'বিএনপি কোনো সুযোগ' না পায়। গোলাম মসিহ বলেন, জাতীয় পার্টি অতীতে কখনো বিএনপির কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পায়নি বরং আওয়ামী লীগ তাদের 'মূল্যায়ন' করেছে। জোট সঙ্গীদের প্রতি আওয়ামী লীগের আচরণ ভালো। আর নির্বাচন নিয়ে তাদের কৌশলও ভালো হয়। তবে আমাদের লক্ষ্য পার্টিকে টিকিয়ে রাখা। যদিও আমাদের কিছু নেতা আছেন যারা সবসময় ক্ষমতার কাছে থাকতে চান। তাদের কারণেই জাতীয় পার্টিকে অনেকে ব্যবহারের সুযোগ পায়, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। দলটির চেয়ারম্যান জি এ কাদেরের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মাসরুর মাওলা বলছেন জাতীয় পার্টির কিছু নেতা নির্বাচন আসলে 'প্যানিক পরিস্থিতি' তৈরি করে। রওশন এরশাদ ও জি এম কাদেরের মধ্যে বিরোধ নেই। কিছু ব্যক্তি রওশন এরশাদের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাকে ব্যবহার করে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করে। এটা যখন হয় তখনই তৃতীয় পক্ষ জাতীয় পার্টিকে রাজনীতির খেলায় ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। মি. হাওলাদার অবশ্য বলছেন যে নির্বাচন আসলেই এমন নানা ধরণের আলোচনা দলের অভ্যন্তরে হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে তিনি মনে করেন। এসব নিয়ে অনেকবার বসেছি। কথা হচ্ছে। চেয়ারম্যান জি এম কাদের দলের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। জাতীয় পার্টির নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী নির্বাচনের বিষয়ে গত ডিসেম্বরেই প্রধানমন্ত্রী একটি বার্তা তাদের দিয়েছিলেন। তিনি তখন জাতীয় পার্টিকে এককভাবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য দল গুছানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতীয় পার্টিকে ঘিরে সরকারের তরফ থেকে কিছু চিন্তা ভাবনা আগে থেকেই চলমান আছে। এখন জি এম কাদেরের ভারত সফরের পর তাই আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে বিশ্লেষকদের কাছে। দলের নেতারা দাবি করছেন, এখন পর্যন্ত তারা পার্টিকে কারও 'খেলার গুটি' হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেননি। বিশেষ করে জি এম কাদের একটি শক্ত অবস্থান নিয়েই আছেন। তবে সম্প্রতি মি. কাদেরের ভারত সফরের পর নানামুখী আলোচনা হচ্ছে দলটিকে নিয়ে। ভারত সফরে জি এম কাদেরের সঙ্গে থাকা মাসরুর মাওলা বলছেন ভারতীয় কর্মকর্তারা শুধু তাদের বলেছেন যে তারা চান নির্বাচনে যেন জাতীয় পার্টিসহ সবাই অংশ নেয় এবং নির্বাচনটি যেন সহিংসতামুক্ত হয়। ভারত নির্বাচনে জড়িত হয় কারণ বাংলাদেশে তাদের অনেক বিনিয়োগ। তাছাড়া এখানে সহিংসতা হলে তার প্রভাব ভারতেও পড়ে। তাই তারা একটাই বার্তা দিয়েছে যে ভারত সবার অংশগ্রহণে একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাইছে। আর কোনো কিছু আমাদের আলোচনায় আসেনি, বলছিলেন তিনি। দলের একাধিক সূত্র অবশ্য নিশ্চিত করেছে পশ্চিমা প্রভাবশালী কিছু দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জাতীয় পার্টির কারও কারও কিছু আলোচনা হয়েছে এবং সেসব আলোচনায় জাতীয় পার্টিকে এখনই কোনো দিকে হেলে না পড়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক শান্তনু মজুমদার বলছেন নির্বাচনে সামনে রেখে জাতীয় পার্টির ভেতরে দ্বন্দ্ব বিবাদ প্রকট হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। এরশাদের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের সংকট ও দলের কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ জোরদার হয়েছে। এর মূল কারণ হলো সব পক্ষই চাইছে নির্বাচনের সময় যেন দলের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। এর জের ধরেই নানা পক্ষ তাদের ব্যবহারের সুযোগ পেতে পারে। গোলাম মসিহ বলছেন ১৯৯১ সালের নির্বাচন থেকেই জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নানা গোষ্ঠী সবসময় 'খেলার চেষ্টা' করেছে। তার মতে এর কারণ হলো দেশের প্রতিটি আসনেই তাদের কিছু ভোট আছে। কমপক্ষে ৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার পর্যন্ত ভোট আছে প্রতিটি আসনে। আবার অন্তত একশ আসনে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয় ৫-১০ হাজার ভোটের ব্যবধানে। এ কারণেই জাতীয় পার্টিকে নিয়ে এতো খেলার চেষ্টা হয়, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

ভোগ্যপণ্য নিয়ে ভারতের সিদ্ধান্তে বাজারে অস্থিরতার আশংকা

ঢাকা ঃ ভারত চালসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ কিংবা রপ্তানি নিরুৎসাহিত করার মতো যেসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেটি এসব পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার এবং এর জের ধরে বাংলাদেশের বাজারকেও অস্থির করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যদিও শুক্রবার ভারতের জয়পুরে অনুষ্ঠিত জি২০ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রীদের সভার আগে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সাথে বৈঠকে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিত্যপণ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া দ্রুত বাস্তবায়নের আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস জানিয়েছে টিপু মুনশি সম্প্রতি পেঁয়াজের উপর শতকরা ৪০ ভাগ রপ্তানি শুল্ক আরোপের ফলে বাংলাদেশে পেঁয়াজের দামের উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে বলে উল্লেখ করেছেন ওই বৈঠকে। জবাবে ভারতীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন প্রতিকূল আবহাওয়াসহ কিছু কারণে ভারতে উৎপাদন কম হয়েছে সেজন্য তাদের এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তবে তিনি বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করে বলেছেন দ্রুত ভারত এ সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। পেঁয়াজ ছাড়াও চালের রপ্তানির ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বসিয়েছে ভারত। এছাড়া বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে চিনি রপ্তানিতেও নিষেধাজ্ঞা দিতে যাচ্ছে দেশটি, যদিও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনো আসেনি।

উত্তরপ্রদেশে মুসলিম ছাত্রকে কেন মার খেতে হল?

লখনউ (এজেন্সী) ঃ উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের এক স্কুল শিক্ষিকা এক মুসলমান ছাত্রকে অন্য ছাত্রদের দিয়ে মার খাওয়াচ্ছেন, এরকম একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। শুক্রবার রাত থেকে ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পরে শনিবার পুলিশ ওই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করেছে।

এর আগে ওই মুসলমান ছাত্রটির বাবা বলেছিলেন যে তিনি পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের করবেন না।

অভিযুক্ত ওই শিক্ষিকা বিবিসিকে বলেছেন ভিডিওটি বিকৃত করে বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক রঙ লাগানো হয়েছে।

ঘটনাটিতে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতা।

মুজফ্ফরনগর জেলার মনসুরপুর এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে তৃপ্তা ত্যাগী নামে এক শিক্ষিকা একটি মুসলমান ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন আর অন্য ছাত্রদের নির্দেশ দিচ্ছেন একে একে এসে ওই মুসলমান ছাত্রটিকে চড় মেরে যেতে।

মুজফ্ফরনগর থেকে বিবিসির সহযোগী সংবাদদাতা অমিত সাইনি জানাচ্ছেন যে ওই ভিডিওটি ২৪ অগাস্ট ধারণ করা হয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে তিনি জানতে পেরেছেন।

ওই মুসলমান ছাত্রটি গণিতের নামতা ভুল করেছিল, তাই শিক্ষিকা তাকে তার ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সাজা দিচ্ছিলেন বলে লিখেছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্র।

ভিডিওটিতে দেখা গেছে যে একজন একজন করে ছাত্রকে ডাকছিলেন ওই শিক্ষিকা আর তারা দাঁড়িয়ে থাকা মুসলমান ছাত্রটির গালে চড় মেরে যাচ্ছিল। কারও মার কমজোরি মনে হলে ওই শিক্ষিকাকে বলতে শোনা গেছে, তুমি কীভাবে মারছো ? আরও জোরে মারো না কেন?... আচ্ছা এবার কে মারবে?

ওই মুসলমান ছাত্রটিকে কাঁদতেও দেখা গেছে, তারপরেও ওই শিক্ষিকা বলছেন, এরপরের বার কোমরে মারো... চলো.. মুখে আর মের না, মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। এবারে, কে আসবে?

স্কুল শিক্ষা বিভাগের সার্কেল অফিসার রবি শঙ্কর জানিয়েছেন যে স্কুলটি একটি বড় হলঘরে চালানো হচ্ছে আর ওই শিক্ষিকার, তৃপ্তা ত্যাগীই স্কুলের মালিক।

তার কথায়, তৃপ্তা ত্যাগীরই স্কুল ওটি। আমরা শিশুটির বাবার সঙ্গে কথা বলছি যাতে তিনি ঘটনাটি নিয়ে অভিযোগ জানান। তার অভিযোগ পেলেই আমরা এফআইআর করতে পারব আর আইনি ব্যবস্থা শুরু করা যাবে।

শিশুটির বাবা বলছেন যে তিনি ওই স্কুলে আর তার সন্তানকে পাঠাবেন না। স্কুল থেকে তাকে এও জানানো হয়েছে যে এতদিন যে ফি তিনি দিয়েছেন, সেটা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে।

তবে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ বিবিসিকে জানিয়েছে যে তারা ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করেছে।

মুজফ্ফরপুরের জেলাশাসক অরবিন্দ মাল্লাপ্পা বাঙ্গারি বলছেন, অভিভাবকরা প্রথমে অভিযোগ দায়ের করতে রাজী হচ্ছিলেন না, তবে শনিবার সকালে তারা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ওই শিশুটি ও তার বাবা-মায়ের কাউন্সেলিং করেছে শিশু কল্যাণ কমিটি।

অন্যদিকে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনেরও নজরে এসেছে বিষয়টি। তারাও আইনি পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

তার ভিডিও ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পরে শনিবার বিবিসির সঙ্গে কথা বলেছেন তৃপ্তা ত্যাগী নামের ওই শিক্ষিকা।

মুজফ্ফরনগরে বিবিসির সহযোগী সাংবাদিক অমিত সাইনিকে মিজ ত্যাগী বলেছেন ভিডিওটি বিকৃত করা হয়েছে, তিনি যা করেছেন, তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ব্যাপার ছিল না।

মিজ ত্যাগী বলেছেন, ওই বাচ্চাটির বাবামায়ের একটা চাপ ছিল যাতে আমি কড়া শাসন করি। আমি শারীরিক প্রতিবন্ধী, তাই অন্য কয়েকটি পড়ুয়াকে চড় মারতে বলেছিলাম যাতে এই ছাত্রটি তার হোমওয়ার্ক ঠিক মতো করে আনে।

তিনি বলছেন ভিডিওটি সম্পাদনা করে গোটা বিষয়টিকে একটা সাম্প্রদায়িক মোড়ক দেওয়া হয়েছে।

আমার উদ্দেশ্যটা এরকম ছিল না যে হিন্দুর সন্তান বা মুসলমানের সন্তান। আমাদের এখানে এধরনের কথা ওঠেই না। যে ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে, সেখানে 'মোহামেডান' কথাটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে, অন্য কিছু কথা কেটে দেওয়া হয়েছে, জানাচ্ছেন তিনি।

আমি বলেছিলাম যত 'মোহামেডান' মা আছেন, তারা বাচ্চাদের নিয়ে যেন মামার বাড়ি না চলে যায় কারণ পরীক্ষা শুরু হবে আর এতে করে পড়াশোনায় যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে ওদের। আমি শুধু এইটুকুই বলেছিলাম। ওই ছাত্রটির চাচা ওখানে বসেছিলেন আর এটাও বলছিলেন যে ওই ছাত্রকে একটু কড়া শাসন করতে আবার তিনিই ভিডিও করছিলেন, বলছেন তৃপ্তা ত্যাগী।

তার কথায়, যে ছাত্ররা চড় মেরেছিল, তারাও মুসলমান। আমার স্কুলে বেশিরভাগ মুসলমান ছাত্র। ভুলটা আমারই, এটা স্বীকার করছি। আমি যদি সুস্থ সবল থাকতাম তাহলে আমি নিজেই সামলাতে পারতাম ছাত্রদের। এই ঘটনা হত না তাহলে।

আমি রাজনৈতিক নেতাদের বলব যে এটা একটা ছোট বিষয়। রাহুল গান্ধীর মতো নেতা এটা নিয়ে টুইট করেছেন, কিন্তু এটা টুইট করার মতো এত বড় বিষয়ও নয়। এভাবে যদি দৈনন্দিন বিষয়গুলোও ভাইরাল করে দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষকরা পড়াবেন কী করে, প্রশ্ন তৃপ্তা ত্যাগীর। শুক্রবার রাত থেকে ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করেছে।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী 'এক্স'-এ (পূর্বতন টুইটার) মন্তব্য করেছেন, নির্দোষ শিশুদের মনে বিভাজনের বিষ ঢোকানো, স্কুলের মতো পবিত্র জায়গায় ঘৃণার বাজার তৈরি করা এক শিক্ষিকা দেশের কাছে এত থেকে খারাপ কিছু হতে পারে না। এটা বিজেপির ছড়ানো সেই কেরোসিন, যা ভারতের কোণায় কোণায় আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে।

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব লিখেছেন, বিজেপি সরকার এই ভিডিওটি জি২০ সম্মেলনে দেখিয়ে এটা প্রমাণ করুক যে তাদের ঘৃণার অ্যাজেন্ডা কতটা সঠিক।

বিজেপির সংসদ সদস্য ও রাহুল গান্ধীর চাচাতো ভাই বরুণ গান্ধীও ওই শিক্ষিকার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন।

তিনি 'এক্স' সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, জ্ঞানের মন্দিরে একটি শিশুর প্রতি এই ঘৃণার মনোভাব পুরো দেশের মাথা লজ্জায় নত করে দিয়েছে।

হায়দ্রাবাদের সংসদ সদস্য আসাদুদ্দিন ওয়েইসি 'এক্স'-এ লিখেছেন, ছোট শিশুদের মাথায় এটা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে যে কেউ মুসলমানকে মারতে পারে আর তাকে বেইজ্জত করতে পারে আর তাতে কিছুই হবে না।

ওই মন্তব্যেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ট্যাগ করেছেন মি. ওয়েইসি।

ফুকুশিমা পরমাণু কেন্দ্রের বর্জ্য জল সাগরে ফেলা কতটা নিরাপদ?

টোকিও (এজেন্সী) ঃ জাপানের ফুকুশিমা পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় দূষণযুক্ত জল প্রশান্ত মহাসাগরে ছাড়া শুরু হয়েছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১২ বছর আগে সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জাপানের এই বিতর্কিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সে দেশেই প্রতিবাদ চলছে। দক্ষিণ কোরিয়াও এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। অন্যদিকে চীন জাপানের সামুদ্রিক খাবারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

তবে জাতিসংঘের পরমাণু নিয়ন্ত্রক সংস্থা বলছে, এই পানিতে তেজস্ক্রিয় দূষণের মাত্রা এত কম যে তা মানুষ এবং পরিবেশের ওপর খুব সামান্যই প্রভাব ফেলবে।

কিন্তু সাগরে এই জল ফেলা কি নিরাপদ?

জাপানে ২০১১ সালে এক ভূমিকম্পের পর যে সুনামি সৃষ্টি হয়, তা ফুকুশিমা পরমাণু কেন্দ্রটি প্রায় ধ্বংস করে ফেলে। পরমাণু কেন্দ্রটির শীতলীকরণ ব্যবস্থা বিকল হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে পরমাণু চুল্লীর কেন্দ্রটি সাংঘাতিক উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এই কেন্দ্রের জল তখন তেজস্ক্রিয় পদার্থের সঙ্গে মিশে দূষিত হয়ে পড়ে।

এই দুর্যোগের পর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির মালিক টেপকো পরমাণু চুল্লীর ফুয়েল রডগুলি ঠাণ্ডা করার জন্য সেখানে পাম্প করে জল ঢালছিল। এর মানে হচ্ছে, এটি থেকে প্রতিদিনই তেজস্ক্রিয় দূষণযুক্ত জল বেরুচ্ছিল। এই জল প্রায় এক হাজার ট্যাংকে ভরে রাখা হচ্ছিল। যে পরিমাণ দূষিত জল এই কেন্দ্র থেকে বেরিয়েছে, তা দিয়ে ৫০০ অলিম্পিক সুইমিং পুল ভরে ফেলা যাবে।

জাপান বলছে, যে জায়গায় এই জলের ট্যাংকগুলো আছে, সেই জায়গা দরকার হবে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পুরোপুরি অকেজো করে বন্ধ করে দেয়ার জন্য। এছাড়া কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই জলের ট্যাংকগুলো ধসে পড়লে তখন কী হবে, সেটি নিয়েও উদ্বেগ আছে বলে জানিয়েছে জাপান।

ফুকুশিমা কেন্দ্র থেকে জাপান বর্জ্য জল সাগরে ছাড়ছে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা এই কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। সব ট্যাংকের জল ছাড়ার প্রক্রিয়াটি শেষ হতে সময় লাগবে তিরিশ বছর।

জাপান যদি এই বর্জ্য জল সাগরে ছাড়ার আগে সেখান থেকে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ তুলে নিতে পারতো, তাহলে হয়তো তাদের এই পদক্ষেপটি এত বিতর্কিত হতো না।

এই সমস্যার মূলে রয়েছে হাইড্রোজেনের একটি তেজস্ক্রিয় উপাদান, যেটির নাম ট্রাইটিয়াম। জল থেকে এটি আলাদা করা যায় না, কারণ এটি করার মতো কোন প্রযুক্তি এখনো পর্যন্ত নেই। এর পরিবর্তে এই দূষিত জলেতে আরও জল মিশিয়ে এটিকে হালকা করে দেয়া হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের বেশিরভাগের মত হচ্ছে, এই দূষিত জল এখন সাগরে ছেড়ে দেয়া নিরাপদ। কিন্তু এর কী প্রভাব আসলে পড়বে, সেটি নিয়ে সব বিজ্ঞানী একমত নন।

বিশ্বের সব জায়গার জলেতেই ট্রাইটিয়াম পাওয়া যায়। অনেক বিজ্ঞানী যুক্তি দেন যে, ট্রাইটিয়ামের মাত্রা যদি খুব কম হয়, এর প্রভাব একেবারেই সামান্য। তবে সমালোচকদের মত হচ্ছে, সাগরের তলদেশে, সামুদ্রিক প্রাণী এবং মানুষের ওপর এ কী প্রভাব পড়ে, সেটি নিয়ে আরও গবেষণা দরকার।

আইএইএ বলছে, ফুকুশিমায় পরমাণু কেন্দ্রের কাছে 'স্বাধীনভাবে করা বিশ্লেষণে' দেখা যাচ্ছে সেখানে সাগরে ছাড়া বর্জ্য জলেতে ট্রাইটিয়ামের মাত্রা নিরাপদ সীমার অনেক নীচে আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খাবার জলেতে ট্রাইটিয়ামের যে নিরাপদ সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, ফুকুশিমার বর্জ্য জলেতে ট্রাইটিয়ামের পরিমাণ তার চেয়েও ছয়গুণ কম।

শুক্রবার টেপকো বলেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে সাগরের জলের যে নমুনা তারা সংগ্রহ করেছে, তাতে দেখা যায় জলেতে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরাপদ সীমার মধ্যেই আছে। সেখানে ট্রাইটিয়ামের মাত্রা প্রতি লিটারে ১,৫০০ বিকিউ'র নীচে।

জাপানের পরিবেশ মন্ত্রণালয় বলছে, তারাও শুক্রবার ১১ টি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সাগরের জলের নমুনা সংগ্রহ করেছে, এবং এই জল পরীক্ষার ফল রবিবার প্রকাশ করবে।

পোর্টসমথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিওলজিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক জেমস স্মিথ বলেছেন, তাত্ত্বিকভাবে দেখলে, আপনি এই জলপান করতে পারবেন। কারণ এই বর্জ্য জল এরই মধ্যে দূষণমুক্ত করা হয়েছে, এরপর এটির সঙ্গে আরও জল মিশিয়ে এর দূষণের ঘনত্ব আরও কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

একটি ফরাসী গবেষণাগারের একজন পদার্থবিদ ডেভিড বেইলি একথার সঙ্গে একমত। তিনি বলেন, মূল প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে কী পরিমাণ ট্রাইটিয়াম আছে।

যে মাত্রায় ট্রাইটিয়াম এই জলেতে আছে, তাতে সামুদ্রিক প্রাণীর কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যদি না সেখানে হঠাৎ করে সামুদ্রিক জীবের সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে যায়।

তবে কিছু বিজ্ঞানীর অভিমত হচ্ছে, সাগরে বর্জ্য জল ছাড়ার ফল কী হবে সেটা আগে থেকে অনুমান করা যায় না।

প্রফেসর এমিলি হ্যামন্ড যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির জ্বালানি এবং পরিবেশ আইন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, ট্রাইটিয়ামের মতো রেডিওনিউক্লাইডস নিয়ে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে এটি এমন এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে যা উত্তর এখনো বিজ্ঞান পুরোপুরি দিতে পারছে না। অর্থাৎ খুবই কম মাত্রায় যখন তেজস্ক্রিয় দূষণ হচ্ছে, তখন সেখানে নিরাপদ মাত্রাটি আসলে কী? আইএইএ'র কাজের ওপর হয়তো অনেক ভরসা রাখা যায়। কিন্তু সেই সাথে এটাও মনে রাখা দরকার, কোন একটি মানদণ্ড মেনে চলার মানে এই নয় যে, পরিবেশ বা মানুষের ওপর এর প্রভাব একেবারেই শূন্য।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব মেরিন ল্যাবরেটরিজ ২০২২ সালের ডিসেম্বরে একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছে, তারা জাপানের প্রকাশ করা তথ্যে সন্তুষ্ট নয়।

ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই এর মেরিন বায়োলজিস্ট রবার্ট রিচমন্ড বিবিসিকে বলেন, রেডিওলজিক্যাল এবং পরিবেশগত প্রভাবের ব্যাপারে যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, তা যথেষ্ট নয়। আমরা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমাদের আশংকা হচ্ছে, জলেতে কী দূষণ ঘটছে, জাপান হয়তো তা শনাক্ত করতে পারবে না। আর যদি তা পারেও, তখন পানি থেকে এই তেজস্ক্রিয় দূষণ সরানোর কোন উপায় থাকবে না। দৈত্য একবার বোতল থেকে বেরিয়ে গেলে সেটিকে তো আর বোতলে ভরা যাবে না।

গ্রীনপিসের মতো পরিবেশবাদী গোষ্ঠী ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যারোলাইনার বিজ্ঞানীদের এপ্রিলে প্রকাশিত এক গবেষণার কথা উল্লেখ করে এক্ষেত্রে আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

গ্রীনপিস ইস্ট এশিয়ার সিনিয়র নিউক্লিয়ার বিশেষজ্ঞ শন বার্নি বলেন, প্রাণী বা উদ্ভিদে যদি ট্রাইটিয়াম সরাসরি ঢুকে, তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এর ফলে সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা কমে, ডিএনএ সহ কোষের গঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

জাপান সাগরে বর্জ্য জল ছাড়ার পর চীন জাপানি সামুদ্রিক খাবার নিষিদ্ধ করেছে। কোন কোন বিশ্লেষক মনে করেন, এটি হয়তো একটি রাজনৈতিক চাল। কারণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা এত কম যে, সামুদ্রিক খাবার নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ তারা দেখছেন না।

কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় যাদের নিত্যদিন যেতে হয়, তাদের অনেকে উদ্বিগ্ন। দক্ষিণ কোরিয়ায় যে ঐতিহ্যবাহী সামুদ্রিক ডুবুরিরা 'হাইনিও' নামে পরিচিত, তারা বিবিসিকে বলেছেন, তারা দুশ্চিন্তায় আছেন। এখন আমি সমুদ্রে ডুব দিতে নিরাপদ বোধ করবো না, বলছেন কিম ইয়ান-আহ। তিনি জেজু দ্বীপে গত ছয় বছর ধরে ডুবুরির কাজ করছেন। আমরা নিজেদের সাগরের অংশ বলে মনে করি। কারণ আমরা এই সাগরের জলেতে প্রতিদিন ডুব দিচ্ছি, বলছিলেন তিনি।

অন্যদিকে জাপানের জেলেরা বিবিসিকে বলেছেন, তাদের সুনামের হয়তো একটা স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেল। তারা তাদের জীবিকা নিয়ে চিন্তিত। প্যাসিফিক আইল্যান্ডস ফোরামের সভাপতি এবং কুক আইল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক ব্রাউন বলছেন, আইএইএর মতো তিনিও মনে করেন, এখানে নিরাপত্তার মানদন্ড মেনে চলা হচ্ছে। তিনি বলেন, পুরো অঞ্চলের সবাই হয়তো এরকম একটা জটিল বিষয়ে একমত হবে না, তবে সবাইকে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার ওপর ভরসা রাখতে হবে।